HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

টপিক – ০১ ইবনে খালদুন

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: ইবনে খালদুন
টপিক ০২: অগাস্ট কোঁৎ
টপিক ০৩: হার্বার্ট স্পেন্সার
টপিক ০৪: এমিল ডুর্খেইম
টপিক ০৫: কার্ল মার্কস
টপিক ০৬: ম্যাক্স ওয়েবার
টপিক ০৭: অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা
টপিক ০৮: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৯: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: ইবনে খালদুন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ইবনে খালদুন

নবম থেকে চৌদ্দ শতক পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় যেসব সংস্কৃতিবান ব্যক্তির উজ্জ্বল কীর্তি লক্ষ করা যায় তাদের মধ্যে ইবনে খালদুনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী। তিনি শুধু মুসলিম জাতির সাংস্কৃকি জীবনকেই উচ্চে স্থাপন করেননি বরং ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পাণ্ডিত্য থেকে সমগ্র ইউরোপবাসীকেও মুক্ত করেন। তিনি তার 'The Prolegomena' বা 'আল-মুকাদ্দিমা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞান তথা ইতিহাসতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাই আধুনিক সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে ইবনে খালদুনের অবদান অপরিসীম। সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যই তাকে সমাজতত্ত্বের প্রথম জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

ইবনে খালদুন

আর্নল্ড টয়েনবি ইবনে খালদুনের গুণকীর্তন করে বলেন, “খালদুনের সমাজ সম্পর্কীয় জ্ঞান ইতিহাসে আজও সৃষ্টির মর্যাদায় মহিমান্বিত।" ইবনে খালদুনের অবদানের প্রশংসা করতে গিয়ে অধ্যাপক এন. স্মিথ বলেন, "ইবনে খালদুনই প্রথম মানবসমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক ও তুলনামূলক আলোচনার কথা উপলব্ধি করেছেন। ইবনে খালদুন সমাজজীবন, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশ সামাজিক অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায়, ইবনে খালদুন সমাজের জন্য জন্ম দিলেন পৃথক এক বিজ্ঞান। সুতরাং তাকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা যায়।"

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) খ্রি.

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুনের জন্ম ও পরিচিতি

বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন ১৩৩২ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ মে আফ্রিকার তিউনিস শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের দার্শনিক তার পুরো নাম হলো 'ওয়ালিউদ্দিন আবু যায়েদ আবদুর রহমান ইবনে মুহম্মদ ইবনে খালদুন আল হাযরামী'। এর মধ্যে 'ওয়ালিউদ্দিন' তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ দেওয়া উপাধি, আবু যায়েদ তার ডাক নাম, আসল নাম আবদুর রহমান এবং মুহাম্মদ তাঁর পিতার নাম। তাঁর পারিবারিক নাম ইবনে খালদুন এবং এ নামেই তিনি বেশি পরিচিত।

ইবনে খালদুন এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন মুসলিম সভ্যতার বিস্তৃতির পর তা ধীরে ধীরে অবনতির দিকে ধাবিত হয়। এসময় তার পিতা ও পিতামহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। তিনিও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজে যোগদান করেন এবং আজীবন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তাই একদিকে ইবনে খালদুন যেমন আরব ও মুসলিম সভ্যতার উন্নতি ও অবনতি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তেমনি অন্যদিকে, রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি, ক্ষমতার লড়াই ও রাষ্ট্রের উত্থান-পতন ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তার জীবন ছিল ঘটনাবহুল এবং ঘাত-প্রতিঘাতসহ বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরপুর। ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ তিনি মিশরের কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুনের রচনাবলি

ইবনে খালদুন বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলির মধ্যে 'The Prolegomena' (1380) বা 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি ইবনে খালদুনকে অমরত্ব দান করেছে। এছাড়া ইবনে খালদুনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হলো- Al-Umran, Al-Asabiyyah, Al-Kitabul I-Ibar, Lubabu I-Muhassal, Sifau I-Sail, Allqali-I-Sultan.

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও অবদানসমূহ

আল-মুকাদ্দিমা (The Prolegomena) : ইবনে খালদুন ছিলেন দার্শনিক অ্যারিস্টটলের অনুসারী। তিনি বিশ্বের ইতিহাস, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তার ভূমিকাস্বরূপ যে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন মূলত তা 'The Prolegomena' বা 'আল-মুকাদ্দিমা' নামে পরিচিত। গ্রন্থটিতে তিনি তার সমসাময়িককালের ইতিহাসবেত্তাদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইবনে খালদুন বুঝতে পেরেছিলেন যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনার নিছক বর্ণনা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হতে পারে না। তাই তিনি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র ঘটনার বর্ণনা নয়, ঘটনার উৎপত্তির সূত্র এবং ঘটনার কারণ বিশ্লেষণও অতি প্রয়োজন বলে তিনি তার অভিমতে ব্যক্ত করেন। ইবনে খালদুনের মতে, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত ইতিহাসকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন ইতিহাসকে কিংবা ঐতিহাসিক ঘটনাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ এবং উপলব্ধি এবং মানব ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ।

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও অবদানসমূহ

ঐতিহাসিকগণ যাতে ইবনে খালদুনের সমাজ সম্পর্কীয় মতবাদকে যথাযথ বিচার করতে পারেন সে মাপকাঠি স্থির করে দেওয়ার জন্য তিনি তার 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রন্থের ভূমিকায় সমাজের ধরন ও এর উন্নতি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সমাজবিজ্ঞানী একদিকে যেমন বর্তমানকে নিয়ে পঠন পাঠন করে, তেমনি অতীতকেও অবলোকন করে; যার ফলে ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের উপাদান যোগান দেয়। পূর্বের মুসলমান ও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকদের মতো নয় বরং এক ভিন্নতর দৃষ্টিতে তিনি সমাজ ইতিহাসকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা দিয়েছেন।

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও অবদানসমূহ

আল-উমরান (Al-Umran): ইবনে খালদুন একটি নতুন বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এ নতুন বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি হবে সুনির্দিষ্ট যা সত্যিকারের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় সাহায্য করবে। ইবনে খালদুন তার এ নতুন বিজ্ঞানের নাম দেন 'Al-Umran' বা 'Science of Culture' (সংস্কৃতির বিজ্ঞান)। এ বিজ্ঞানকে তিনি মানুষ, মানুষের প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের সমাজের বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ বিজ্ঞান সমস্ত মানব প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করবে। ইবনে খালদুনের কল্পিত 'Al-Umran' বা সংস্কৃতির বিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞান (Sociology) বলা যেতে পারে। কারণ মানব সমাজই এ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। এ কারণে অনেকেই ইবনে খালদুনকে সমাজবিজ্ঞানের প্রথম জনক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ইবনে খালদুন তার মুকাদ্দিমা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আল-উমারানকে ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত করেন। বিষয় ছয়টি হলো-

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও অবদানসমূহ

মানুষের সাধারণ সমাজ, প্রকৃতি এবং ভূমিকা;
সার্বভৌম রাজা, রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা;
যাযাবর জাতি;
সভ্য সমাজ, গ্রাম এবং শহর;
জীবনধারণের রীতি;
বিজ্ঞানের অর্জন।

বস্তুতপক্ষে ইবনে খালদুনের পূর্বে কোনো চিন্তাবিদ এ ধরনের একটি নতুন বিজ্ঞান সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেননি এবং তার কয়েক শতাব্দী পরে ফরাসি বিপ্লবোত্তর সময়ে অগাস্ট কোঁৎ-এর চিন্তায় আমরা অনুরূপ বিজ্ঞানের সন্ধান লাভ করি।

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও অবদানসমূহ

আল-আসাবিয়া (Al-Asabiyyah): আল আসাবিয়া ইবনে খালদুনের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। আসাবিয়া প্রত্যয়টির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Social Solidarity', যাকে বাংলায় বলা হয় সামাজিক সংহতি। এ সংহতিকে ইবনে খালদুন 'গোত্র সংহতি' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে খালদুনের মতে, সমাজের ভিত্তিই হচ্ছে এ 'গোত্র সংহতি'। যখন একজন ব্যক্তি অন্যকে তার গোত্রের মনে করে এবং আরও মনে করে তার গোত্রের কারও লাভ-ক্ষতি তারও লাভ-ক্ষতি তখন তাদের মধ্যে গোত্র সংহতি আছে বলে মনে করা হয়। রক্ত, জাতি এবং ধর্ম সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে। তার মতে, উপজাতীয় সমাজে সামাজিক সংহতি সবচেয়ে দৃঢ়। স্থায়ী জীবন অপেক্ষা যাযাবর জীবনে এর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক সংহতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে খালদুন রাষ্ট্রের উত্থান এবং পতনের কারণ ও ধারা বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, আসাবিয়ার বিভিন্নতার কারণে সমাজ ও রাজনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। আর এসব পরিবর্তন চক্রাকারে সংঘটিত হয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও অবদানসমূহ

ইবনে খালদুনের মতে, উপজাতিদের মধ্যে গোষ্ঠী সংহতি বা আসাবিয়া সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান থাকায় উপজাতিদের দ্বারা নগর বা শহর পদানত হওয়ার মাধ্যমে সভ্য রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। তিনি রাষ্ট্রের আয়ুষ্কাল সম্পর্কেও মত প্রকাশ করেন। তার মতানুযায়ী, রাষ্ট্র টিকে থাকার তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রতিটি পর্যায়কে ৪০ বছর ধরে (উৎপত্তি ৪০ বছর + বিকাশ কাল ৪০ বছর + ধ্বংস কাল ৪০ বছর) ১২০ বছর পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে।

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও অবদানসমূহ

যাযাবর ও স্থায়ী সমাজ: ইবনে খালদুন প্রতিটি সমাজকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

সমাজকে তিনি যাযাবর এবং স্থায়ী বসবাসকারীদের সমাজ বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ইবনে খালদুনের মতে, যাযাবর মানুষেরা স্বাস্থ্যবান, উৎপাদনমুখী এবং মৃতব্যয়ী হয়। তাদের মধ্যে সামাজিক সংহতি অটুট থাকে। তারা কঠিন প্রকৃতির স্বাধীন চেতা হয়ে থাকে।

অপরদিকে যারা স্থায়িভাবে বসবাস করে তারা নীতির তুলনায় অনৈতিক কাজ করে। তারা ভনিতায় মত্ত থেকে শক্তির তুলনায় ছলনা বেশি ব্যবহার করে। তাদের মধ্যে সামাজিক সংহতি দুর্বল থাকে।

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও অবদানসমূহ

সামাজিক পরিবর্তন: ইবনে খালদুনের সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা একটি বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা বলে বিবেচিত। তিনিই প্রথম ব্যাখ্যা করে বলেন, "সমাজ পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনের চাকায় মানুষ নিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এ পরিবর্তনের শক্তিগুলো মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।" তিনি আরও বলেন, "যখন এ চেতনার উচ্চহারে সংহতি রক্ষা না হয়, তখন সমাজের সবদিকেই অবনতি শুরু হয়।" তিনি সমাজ গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন।

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও অবদানসমূহ

আবহাওয়া ও জলবায়ু : ইবনে খালদুন সামাজিক ক্রমবিবর্তনের ধারাকে জীবন্ত বস্তুর ন্যায় ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, ব্যক্তির মতো সমাজ তথা রাষ্ট্রেরও শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য পেরিয়ে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হতে হয়। তিনি বেশ জোর দিয়ে বলেন, সমাজ ভৌগোলিক প্রভাব, আবহাওয়া ও মাটি দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। তিনি আরও বলেন, ভৌগোলিক কারণ রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে বহু শতাব্দী আগে তিনি যে ধারণা দিয়েছেন তা আজও স্থিতিশীল।

ইবনে খালদুন

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও অবদানসমূহ

হারদা ও বাদওয়া: বাদওয়া ও হারদা নামক দুটি নতুন ধারণার জন্ম দিয়ে ইবনে খালদুন গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করে আছেন। এ দুটি মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে গ্রাম ও শহরভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ধারণা জন্মলাভ করে। বর্তমান সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গ্রাম ও শহরভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। তাই বর্তমান সমাজবিজ্ঞানিগণ ইবনে খালদুনের কাছে ঋণী।

ইবনে খালদুনের মতবাদ ও অবদানসমূহ

ইবনে খালদুন বহুদিন মানুষের অগোচরেই রয়ে গিয়েছিলেন। মানবসমাজ অধ্যয়নে তার উদ্ভাবিত বিজ্ঞানের ধারাকে পরবর্তীতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো উত্তরসূরির অভাবেই হয়ত তার এ নতুন বিজ্ঞান বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। দীর্ঘদিন ইবনে খালদুনের যাবতীয় কাজের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে পশ্চিমা বিশ্ব তার মূল্যায়ন করে। এরপরই সমাজবিজ্ঞানে তার অবদানের কথা পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃতি পায়। বাংলাদেশের প্রথিতযশা সমাজবিজ্ঞানী এ. কে. নাজমুল করিমও ইবনে খালদুনকে সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

ইবনে খালদুন তার 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে মানবজীবনের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল বিষয়েই আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, ভূগোল, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, গণিত, আইনশাস্ত্র, ভাষাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, আধ্যাত্ম্যবাদসহ প্রায় সকল বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে ইবনে খালদুনের আলোচনা যুক্তি ও তথ্যনির্ভর। এ গ্রন্থে তিনি তার পূর্ববর্তী প্রায় সকল মুসলিম ও অমুসলিম দার্শনিকের মতবাদ পর্যালোচনা করেছেন। মানবসমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে বা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অধ্যয়নে নতুন একটি বিজ্ঞানের দিকনির্দেশনা প্রদান করে ইবনে খালদুনের রচনা। সমাজবিজ্ঞানের মূলভিত্তি রচনায় ইবনে খালদুনের অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

টপিক – ০২ অগাস্ট কোঁৎ

টপিক ০২ : অগাস্ট কোঁৎ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অগাস্ট কোঁৎ

সমাজচিন্তায় এবং সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেসব মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে ফরাসি সমাজচিন্তাবিদ অগাস্ট কোঁৎ-এর নাম শীষস্থানীয়। তিনি সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সামাজিক বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি ও দৃষ্টিকোণ তৈরি করেন। তার মূল্যবান চিন্তা, দর্শন ও যুক্তি সমাজবিজ্ঞানকে একটি সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণ করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। অতএব সমাজবিজ্ঞানে অগাস্ট কোঁৎ-এর স্বীকৃতি ও মর্যাদা শক্ত বাঁধনে গ্রথিত।

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর জন্ম ও পরিচিতি

অগাস্ট কোঁৎ ১৭৯৮ সালের ১৯ জানুয়ারি ফ্রান্সের মন্টিপেলিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte। শৈশব থেকেই তার প্রখর স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের সীমাবদ্ধ পরিসরে তিনি চিন্তাজগতে মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম দিকপাল সেন্ট সাইমনের নিকট তিনি ৬ বছর দর্শন শিক্ষালাভ করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, সেন্ট সাইমনের চিন্তা ও দর্শন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল কোঁৎ-এর সমাজ পুনর্গঠনের চিন্তা ও তত্ত্ব। এ বিখ্যাত দার্শনিক ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৫৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর রচনাবলি

১৮৩৯ সালে অগাস্ট কোঁৎ প্রথম তাঁর লেখার নামকরণ করেন 'Social Physics' যা পরবর্তীতে Sociology নামে আখ্যায়িত হয়। অগাস্ট কোঁৎ-এর দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা মূলত তার তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে-

১. Course de Philosophic Positive: গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ হলো 'Positive Philosophy'. এ গ্রন্থটি ফরাসি ভাষায় লিখিত। এটি ছয় খণ্ডে বিভক্ত। এর চতুর্থ খণ্ডে তিনি প্রথমবারের মতো 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার করেন।

২. A System de Politique Positive: গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ হলো 'A System of Positive Polity.' এটি ফরাসি ভাষায় লিখিত।

৩. অগাস্ট কোঁৎ-এর রচিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'Opuscules de Philosophic Social' যার ইংরেজি অনুবাদ হলো- Philosophy of Society.

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারায় সমাজের একটি বিজ্ঞান গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগাস্ট কোঁৎ কাজ করেছেন। এ লক্ষ্য পূরণে তিনি সমাজ সম্পর্কে কতকগুলো তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তত্ত্বগুলো সমাজতত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অগাস্ট কোঁৎ-এর উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো- সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতা |

Social Statics and Social Dynamics

অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে, সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের বিশ্লেষণ দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে হতে পারে-

১.সামাজিক স্থিতিশীলতা: অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে, সামাজিক স্থিতিশীলতা সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত একটি অঙ্গ বা সমাজকে এর সকল আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে থাকে। তার মতে, সামাজিক স্থিতিশীলতা সামাজিক গঠন কাঠামোর ঐক্যের সাথে সম্পর্কিত। সামাজিক স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্য হলো সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গের মিল অনুসন্ধান এবং সামাজিক স্থিতির অবস্থাগুলো বের করা। এটি সমাজ কাঠামোর নিয়মশৃঙ্খলা ও স্থিতির সাথে সম্পর্কিত।

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

২. সামাজিক গতিশীলতা: সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এর অবস্থান এবং কাঠামোগত রূপ কখনই থেমে থাকে না। পরিবর্তন ও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে প্রগতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে। সামাজিক স্থিতিশীলতা যেমন সমাজ কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত তেমনি সামাজিক গতিশীলতা সামাজিক পরিবর্তন ও প্রগতির সাথে সম্পর্কিত।

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

দৃষ্টবাদ | Positivism

দৃষ্টবাদ অগাস্ট কোঁৎ-এর একটি তাত্ত্বিক অবদান। এজন্য তাকে দৃষ্টবাদের জনক বলা হয়। তার তাত্ত্বিক অবদানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অবদান এটি। মানবসমাজ পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয় সূত্রটি আবিষ্কার করে কীভাবে সমাজকে স্থিতিশীল ও সুসংগঠিত করে প্রগতির পথে এগিয়ে নেওয়া যায়, তা ছিল দৃষ্টবাদ তত্ত্বের মৌল উদ্দেশ্য।

Positive শব্দ থেকে Positivism প্রত্যয়টি এসেছে। Positive শব্দের অর্থ হচ্ছে বাস্তব (Real)। বাস্তব বলতে বোঝায় যা কিছু যৌক্তিক, পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে। দৃষ্টবাদ হলো অভিজ্ঞতালব্ধ যেকোনো যৌক্তিক বিষয় সম্পর্কিত মতবাদ। সমাজের বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা দূর করে শান্তিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চিন্তায় অগাস্ট কোঁৎ সর্বদা তৎপর ছিলেন। তিনি মনে করতেন দৃষ্টবাদের মাধ্যমেই সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

দৃষ্টবাদকে বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করতেন অগাস্ট কোঁৎ। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীর সকল সামাজিক প্রপঞ্চ প্রাকৃতিক নিয়মের মতো কতকগুলো অপরিবর্তনীয় নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। এসব নিয়ম কেবল বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির দ্বারা জানা সম্ভব। অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক প্রপঞ্চের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেন। অর্থাৎ দৃশ্যমান বস্তু বা বিষয়গুলোই শুধুমাত্র সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে।

দৃষ্টবাদ একটি বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ। এ তত্ত্বের লক্ষ্য মানবসমাজের বস্তুগত, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিকতা সংক্রান্ত সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কতকগুলো বিশেষ শিক্ষা ও নির্দেশের আশ্রয় গ্রহণ করার কথা তার দৃষ্টবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। দৃষ্টবাদ ধারণা তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা হলো- জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ। অগাস্ট কোঁৎ দৃষ্টবাদকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

১.বিজ্ঞানসমূহের দর্শন (Philosophy of sciences),
২.বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র (Scientific religion and ethics),
৩.দৃষ্টবাদী রাজনীতি (Positive Politics)।

বিজ্ঞানসমূহের দর্শন: মানুষ তার ভাগ্য উন্নয়নের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞানসমূহের দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয়। একে দৃষ্টিবাদী দর্শনও বলা হয়।

বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র: এতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে অধিকতর মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকার কথা বলা হয়েছে।

দৃষ্টবাদী রাজনীতি: যুদ্ধ বর্জন করে শান্তিপূর্ণ অবস্থা তৈরি করার রাজনীতিই হলো দৃষ্টবাদী রাজনীতির মূল কথা। দৃষ্টবাদের বক্তব্য হলো ভালোবাসাই নীতি, শৃঙ্খলাই ভিত্তি এবং প্রগতিই উদ্দেশ্য। দৃষ্টবাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে, “অন্যের জন্য বাঁচ (Live for others)"।

অগাস্ট কোঁৎ দৃষ্টবাদের প্রায়োগিক ও নৈতিক দিকও উল্লেখ করেন। সমাজের পুনর্গঠনের জন্য তিনি দৃষ্টবাদের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং সকল প্রকার শক্তি ছাড়া মানুষকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দৃষ্টবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেন।

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

ত্রয়স্তরের সূত্র তথা মানব প্রকৃতির সূত্র | Laws of Three Stages as well as Human Nature

অগাস্ট কোঁৎ-এর আরেকটি তত্ত্ব হচ্ছে ত্রয়স্তরের সূত্র তথা মানব প্রকৃতির সূত্র। তিনি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশসংক্রান্ত সূত্র প্রদান করেছিলেন। তার সমাজতত্ত্বের একটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে এ সূত্র। তার এ সূত্র মানুষের মানসিক উন্নতি ও ক্রমবিকাশ, স্বতন্ত্র সমাজগুলোর উন্নতি ও ক্রমবিকাশ এবং সর্বশেষে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও ক্রমবিকাশের কথা বিশ্লেষণ করে। ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করেছিল। এ সময়কালে অগাস্ট কোঁৎ লক্ষ করলেন সামাজিক ও নৈতিক বিপর্যয় বস্তুত বুদ্ধিবৃত্তি পর্যায়েরই ফল। কাজেই বুদ্ধিবৃত্তির সংস্কারের মাধ্যমেই প্রত্যাশিত ফল লাভসম্ভব।

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

অগাস্ট কোঁৎ তার 'Positive Philosophy' গ্রন্থে মানবসমাজের ইতিহাসের প্রগতির ধারাকে তিনটি স্তরের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। এ তিনটি স্তর হলো-

১. ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তর (Theological Stage): অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্তর হলো মানবসমাজের আদি বা প্রথম স্তর। এ স্তরে সমাজের ওপর ধর্মীয় প্রভাব ছিল অনেক বেশি। এ স্তরে মানুষের মনে যুক্তিবাদী ধারণার সৃষ্টি হয়নি। এসময় মনে করা হতো সবকিছুই অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই মানুষের মন এ স্তরে ধর্মীয় ভাবাবেগে আচ্ছন্ন থাকে। এ ধর্মতত্ত্বনির্ভর যুগে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। তখন মানুষের নৈতিক জ্ঞান ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের। মানবতাবোধ ছিল আক্রমণাত্মক ও পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এরূপ মনোভাবাপন্ন লোকেরাই এ যুগের সম্মানিত শ্রেণিতে অধিষ্ঠিত ছিল। এ কারণে অগাস্ট কোঁৎ এ স্তরকে সামরিক স্তর বলে অভিহিত করেছেন। এ যুগে মানুষ ছিল অদৃষ্টবাদী। মানবসমাজের এ স্তরটি আদি থেকে ১৩শ শতক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অগাস্ট কোঁৎ এ স্তরকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করেছেন-

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

ক. সর্বপ্রাণবাদী স্তর: এ স্তরকে বস্তুভিত্তিক স্তরও বলা হয়। এ স্তরে বিশ্বাস করা হয়, প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুরই প্রাণ আছে। এ স্তরে পরিবার প্রথা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়।

খ. বহুদেববাদ: এ স্তর বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করা হয়, এ বিশ্বজগৎ বহুবিধ কাল্পনিক দেবতা দ্বারা পরিচালিত। এ স্তরে মালিকানা ও শ্রেণিবিভাগের ধারণা সংহত রূপলাভ করে।

গ. একেশ্বরবাদ স্তর: এ স্তরে বিশ্বাস করা হতো, কেবল একটি অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ব বা শক্তি সকল ঘটনার নিয়ন্ত্রক। এ স্তরে রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়।

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

২. অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তর (Metaphysical Stage): পূর্বোক্ত ধর্মতত্ত্বের সামান্য পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত রূপ হচ্ছে অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তর। এ স্তরে মানুষ বিশ্বাস করত যে, বিশ্বজগৎ দেবতা কর্তৃক নয় বরং একটি বিশেষ শক্তি বা অজ্ঞাত কোনো ক্ষমতা দ্বারা পরিচালিত। এ যুগকে তত্ত্বগত দার্শনিক চিন্তার যুগ বলা হয়। অধিবিদ্যা সম্বন্ধীয় স্তর ত্রয়োদশ হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

৩. দৃষ্টবাদী স্তর (Scientific or Positive Stage): অগাস্ট কোঁৎ মানবসভ্যতা বিকাশের সর্বশেষ পর্যায়কে Positive Stage বলেছেন। তাঁর মতে, এ পর্যায়ে মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত হয়, জ্ঞান উন্নত হয় এবং বিজ্ঞানের প্রকৃত জয়যাত্রা সূচিত হয়। এ স্তরে কল্পনার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং ঘটনার কার্যকরণ সম্পর্ক আবিষ্কারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অগাস্ট কোঁৎ বর্ণিত দৃষ্টবাদী স্তরে টেকনোক্রাটগণ/ বিজ্ঞানিগণ/বিশেষজ্ঞগণ রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রাধান্য পাবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিগণ প্রাধান্য লাভ করবে।

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

ত্রয়স্তরের সূত্রের ব্যাখ্যা: Comte-এর মতানুসারে, মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের ধারার মতো সামাজিক বিবর্তন এ তিন সূত্রকে অনুসরণ করে। শৈশবে মানুষের মধ্যে অতিজাগতিক নিয়মনীতিতে আস্থা জন্মায়। অতঃপর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে বাস্তবধর্মী প্রত্যক্ষবাদী প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, একইভাবে সমাজব্যবস্থায় ও পর্যায়ভিত্তিক বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক স্তরে আদিম সমাজে বিদ্যমান ছিল ধর্মবোধ, পরবর্তীকালে সমাজের কিছুটা অগ্রগতি ঘটে এবং সৃষ্টি হয় দার্শনিক আদর্শের। শেষ স্তরে আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বিকশিত হয়। পরিশেষে দৃষ্টবাদী মানসিকতার প্রাধান্য দেখা দিলে সমাজ হয়ে পড়ে শিল্পনির্ভর।

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

বিজ্ঞানসমূহের উচ্চক্রম বা স্তরবিন্যাস |

Hierarchy or Stratification of Sciences

যে বিষয়টি সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে অগাস্ট কোঁৎকে সম্মানের আসনে আসীন করেছে সেটি হলো বিজ্ঞানসমূহের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস। অগাস্ট কোঁৎ বিমূর্ত (Abstract) বিজ্ঞানসমূহের জটিলতা এবং কার্যক্ষেত্রের পরিধি অনুযায়ী উচ্চক্রমে সাজিয়েছেন।

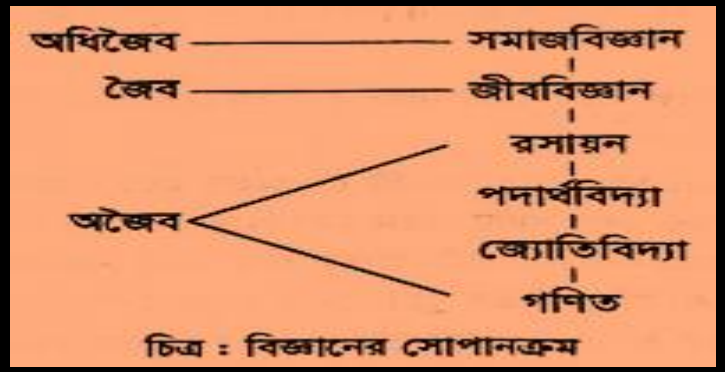

চিত্র : বিজ্ঞানের সোপানক্রম

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

এ উচ্চক্রমের সর্বনিম্নে রয়েছে গণিতশাস্ত্র। এরপর পর্যায়ক্রমে রয়েছে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং সর্বোচ্চে সমাজবিজ্ঞান। অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞানকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এর কর্মক্ষেত্রের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। সমাজবিজ্ঞানকে শীর্ষে স্থান দেওয়ার পিছনে অগাস্ট কোঁৎ যে যুক্তি এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হলো "সমাজবিজ্ঞান একটি সমন্বিত বিষয় যা বিভিন্ন বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে এবং সকল বিজ্ঞানকে সংশ্লেষণের মাধ্যমে দৃষ্টবাদী নিয়মের অধীনে আনতে সক্ষম।"

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

এ উচ্চক্রমের সর্বনিম্নে রয়েছে গণিতশাস্ত্র। এরপর পর্যায়ক্রমে রয়েছে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং সর্বোচ্চে সমাজবিজ্ঞান। অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞানকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এর কর্মক্ষেত্রের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। সমাজবিজ্ঞানকে শীর্ষে স্থান দেওয়ার পিছনে অগাস্ট কোঁৎ যে যুক্তি এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হলো "সমাজবিজ্ঞান একটি সমন্বিত বিষয় যা বিভিন্ন বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে এবং সকল বিজ্ঞানকে সংশ্লেষণের মাধ্যমে দৃষ্টবাদী নিয়মের অধীনে আনতে সক্ষম।"

অগাস্ট কোঁৎ-এর চিন্তাচেতনা ও ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তার বিজ্ঞানের সোপানুক্রম আলোচনায়। সোপানুক্রমের মূলকথা হলো পূর্ববর্তী স্তর পরবর্তী স্তরকে প্রভাবিত করে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে না। অর্থাৎ উন্নত স্তর নিম্নতর স্তরের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু উন্নত স্তরের নিয়ন্ত্রক অবশ্যই নিম্নতর স্তর নয়। ক্রমসোপান প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই নিহিত। তাই প্রকৃতির মধ্যে যে ক্রম আছে সেটি নির্ণয় করতে পারলেই সামাজিক ঘটনাগুলোকে তার যথার্থ স্থানে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

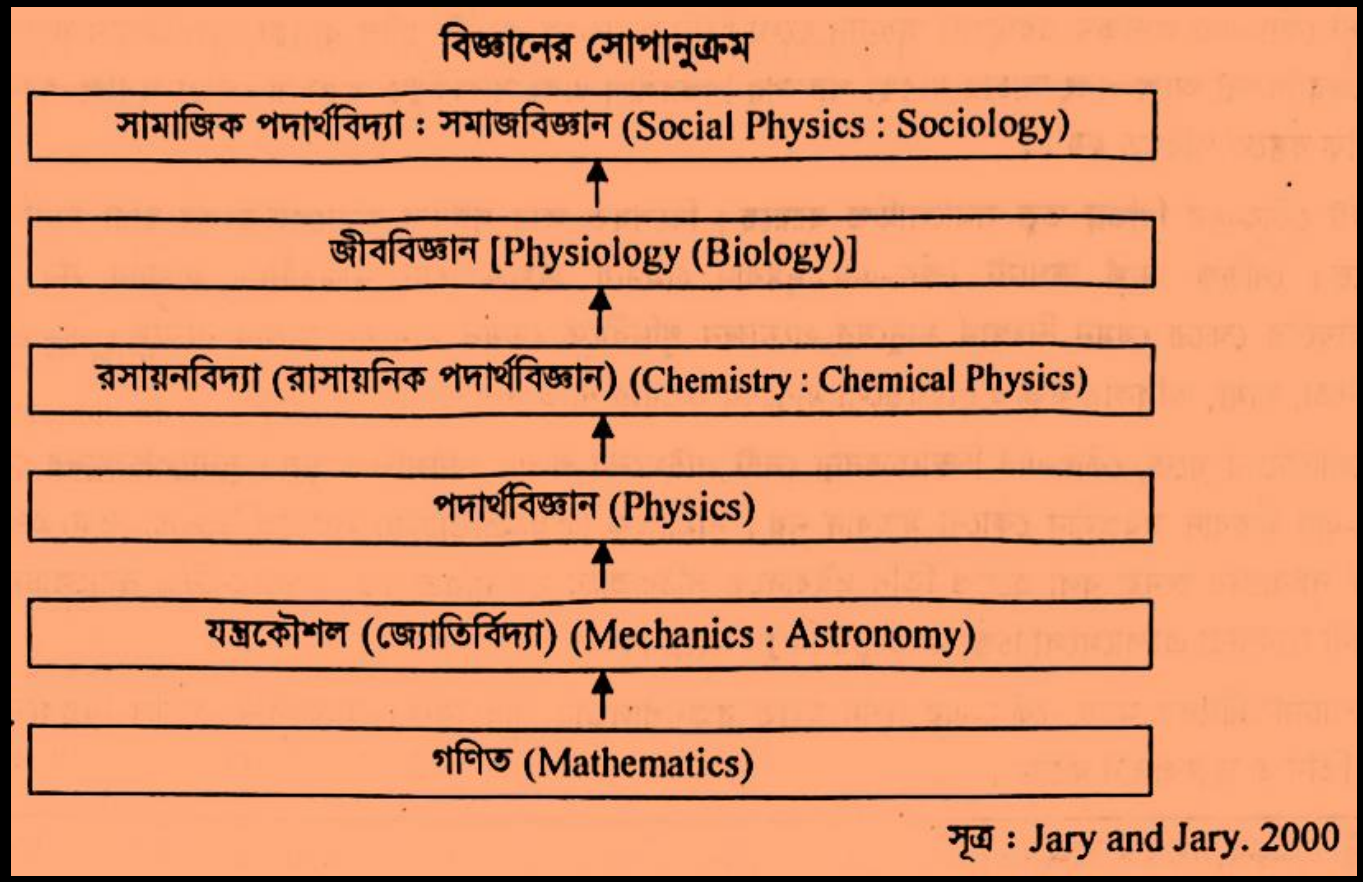

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

গবেষণা পদ্ধতি |

Research Method

কোঁৎ-এর মতে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণায়, যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, সমাজবিজ্ঞানেও সে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সমাজ বিশ্লেষণে তিনি যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করেন সেগুলো হলো পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। এছাড়াও তিনি আরও বলেন, ওই বিজ্ঞান বিকাশের জন্য ঐতিহাসিক পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য। কেননা ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিক থেকে সমাজের প্রগতিকে যদি বিশ্লেষণ করা না হয়, তাহলে প্রকৃত সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটবে না।

অগাস্ট কোঁৎ

অগাস্ট কোঁৎ-এর অবদান ও মতবাদসমূহ

অগাস্ট কোঁৎকে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তার উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারায় সমাজের একটি বিজ্ঞান গড়ে তোলা, যে বিজ্ঞান মানবসমাজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিকাশ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে। তাই তিনি সমাজের গতিশীলতা ও স্থিতিশীলতাকে নিয়ে তার আলোচনা চালিয়ে যান। অগাস্ট কোঁৎ ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানটির নতুন নামকরণ করেন, 'Sociology' হিসেবে যার অর্থ জ্ঞানের বিজ্ঞান। অগাস্ট কোঁৎ মনে করেন, প্রকৃতিকে যদি মানুষের কাজে ব্যবহার করতে হয় তাহলে প্রকৃতি যে নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় তা জানা দরকার, তেমনি মানবসমাজের বিবর্তনের সূত্র এবং সমাজের যেসব বিধিবিধান রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানা দরকার, তাহলে তা মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে।

অগাস্ট কোঁৎ-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তিনি সমাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, সমাজের বিভিন্ন অংশ এবং আচার ব্যবস্থা পরস্পর নির্ভরশীল এবং সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় গোটা সমাজ একটি সমন্বিত অখণ্ড যৌগিক বস্তুতে পরিণত হয়।

অগাস্ট কোঁৎ

সমালোচনা

সমালোচকদের মতে, কোঁৎ-এর চিন্তাচেতনায় সেন্ট সাইমনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমালোচকদের কেউ কেউ বলেন, কোঁৎ-এর মতবাদ সর্বজনীন কোনো মতবাদ নয়। সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলক একটি বক্তব্য মাত্র। তাকে দৃষ্টবাদের জনক বলা হলেও তিনি দৃষ্টবাদকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারেননি। সমালোচকদের মতে, তার দৃষ্টবাদী ভাবধারা এলোমেলো চিন্তা ও তত্ত্বের নিপুণ সংশ্লেষক।

সমালোচনাকারীদের মতে, কোঁৎ-এর দর্শন মূলত রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। সমকালীন ফরাসি বিপ্লবকে প্রতিহত করার জন্য তিনি এ তত্ত্ব প্রদান করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

টপিক – ০৩ হার্বার্ট স্পেন্সার

টপিক ০৩ : হার্বার্ট স্পেন্সার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

হার্বার্ট স্পেন্সার

একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেসব সমাজবিজ্ঞানী অপরিসীম অবদান রেখেছেন হার্বার্ট স্পেন্সার তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞান শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করলেও হার্বার্ট স্পেন্সারই অগাস্ট কোঁৎ-এর সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কীয় ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন। হার্বার্ট স্পেন্সারের সমাজ সম্পর্কীয় ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে তার সমসাময়িক পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ও দর্শনের প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া তাকে চার্লস ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তনবাদী চিন্তাধারা দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হতে দেখা যায়। তিনি 'Survival of the fittest' সূত্রকে অবলম্বন করে সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদী তত্ত্বের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাই হার্বার্ট স্পেন্সারকে একাধারে সামাজিক বিবর্তনবাদের ও ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার

হার্বার্ট স্পেন্সার এর জন্ম পরিচিতি

হার্বার্ট স্পেন্সার ১৮২০ সালের ২৭ এপ্রিল ইংল্যান্ডের এক প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এসময় চতুর্থ জর্জ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই স্পেন্সার জীবতত্ত্ব, জীববিদ্যা ও যান্ত্রিক কলাকৌশলে আগ্রহী ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে প্রকৌশলী হিসেবে তার পেশা শুরু করেন। তার ঝোঁক ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং দর্শনে তার আগ্রহ ছিল। সমাজ সম্পর্কীয় ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে তিনি অগাস্ট কোঁৎ, অ্যাডাম স্মিথ, টমাস বেন্থাম, টমাস ম্যালথাস, কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস প্রমুখের লেখনী দ্বারা প্রভাবিত হন। কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘদিন পত্রিকার লেখক ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্রোনিক নিওরাসেথানিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে স্পেন্সার ১৯০৩ সালের ৮ ডিসেম্বর ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পরে তার আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়।

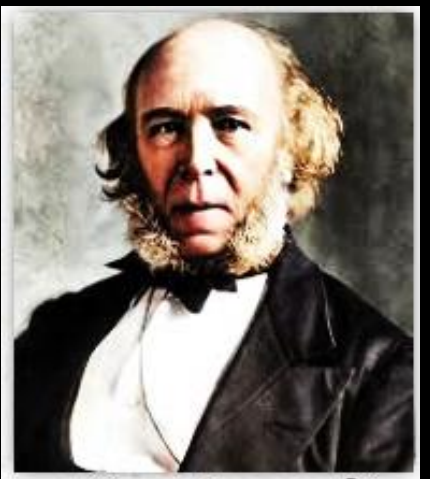

হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩ খ্রি.)

হার্বার্ট স্পেন্সার

হার্বার্ট স্পেন্সার এর রচনাবলী

হার্বার্ট স্পেন্সার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হলো-

#First Principles (1862);
#The Principle of Sociology (1876);
#Social Statics (1851);
#Principle of Biology;
#The Principles of Psychology;
#Synthetic Philosophy;
#Principles of Ethics;
#Descriptive Sociology ইত্যাদি।

হার্বার্ট স্পেন্সার এর মতবাদ ও অবদান

হার্বার্ট স্পেন্সারের সমাজ বিশ্লেষণের প্রধান দুটি তত্ত্ব হলো- ক. সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্ব ও খ. জৈবিক সাদৃশ্যের তত্ত্ব। এছাড়া তিনি আরও কতিপয় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। স্পেন্সারের গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য তত্ত্বগুলো সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

সমাজ | Society

স্পেন্সারের মতে, সমাজ হলো একটি দলের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা। এখানে মানুষ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মাঝে সুখ খুঁজে পায়। তিনি সমাজকে বিশ্লেষণ করেন পদার্থ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের মাধ্যমে। তিনি ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক বস্তু হিসেবে বর্ণনা করেন আর সমাজকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে অবশ্যম্ভাবী লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করেন। অগাস্ট কোঁৎ এর মতো স্পেন্সার ও সমাজের জন্য একটি আলাদা বিজ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করেন। তার মতে সমাজ কোনো বিষয়ে বিশৃঙ্খল নয় বরং নিয়মশৃঙ্খলের মধ্যেই একটি স্তর থেকে অন্য একটি স্তরে রূপান্তরিত হচ্ছে। | মন ভারি

হার্বার্ট স্পেন্সার এর মতবাদ ও অবদান

সামাজিক বিবর্তনবাদ | Theory of Social Evolution

বিবর্তনবাদই ছিল স্পেন্সারের চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। বিবর্তনবাদ তত্ত্বের দ্বারা স্পেন্সার বিভিন্ন সমাজের অগ্রগতি বা পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, ক. মানবসমাজ সহজ-সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। খ. সামরিক ও যুদ্ধভিত্তিক সমাজ ক্রমে শিল্পসমাজে রূপান্তরিত হয়। হার্বার্ট স্পেন্সার আরও দেখিয়েছেন, মানবসমাজ ক্রমশ সরল অবস্থা হতে জটিল অবস্থায়, জটিল অবস্থা হতে যৌগিক অবস্থায়, যৌগিক অবস্থা হতে অতি যৌগিক এবং অতি যৌগিক অবস্থা থেকে চূড়ান্ত যৌগিক অবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মানবসভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল দলভিত্তিক জীবনধারা। এটি পর্যায়ক্রমে পরিবার, বংশ, গোত্র, উপজাতি ও বৃহৎ সমাজের আকার ধারণ করে।"

হার্বার্ট স্পেন্সার

হার্বার্ট স্পেন্সার এর মতবাদ ও অবদান

আদিমকালে মানুষ একজন থেকে আরেকজন বিচ্ছিন্ন ছিল। সেখানে কোনো সামাজিক শৃঙ্খলা বা সামাজিক সংগঠন ছিল না। তারা পরস্পর বিভিন্ন কারণে প্রায়শ দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধে লিপ্ত হতো। এক পর্যায়ে সেখানে দলপতি নির্বাচিত হয় এবং দলপতি হয়ে ওঠে ভীতির প্রতীক। আদিম মানুষ ধারণা করত, দলপতির সাথে রয়েছে কোনো অলৌকিক শক্তির যোগাযোগ। এভাবে ব্যক্তি হয়ে ওঠে শক্তিমান এবং এর সাথে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণ মানুষ যার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। স্পেন্সারের মতে, "ব্যক্তি মানুষ হলো সমাজের মূল একক এবং ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয় সমাজ।"

হার্বার্ট স্পেন্সার এর মতবাদ ও অবদান

সামাজিক বিবর্তনবাদ |

Theory of Social Evolution

ধীরে ধীরে আদিম মানুষের জীবন ও সমাজ আরও জটিল আকার ধারণ করে। সমাজে অস্তিত্বের লড়াই শুরু হয় এবং যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হিসেবে। এ অবস্থার নিরসনে স্থায়ী নেতৃত্ব ও সমাজে নানা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। সমাজ বিভক্ত হয় বিভিন্ন শ্রেণিতে। সমাজ বিবর্তিত হতে থাকে সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায়। স্পেন্সারের মতে, সরল সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নয় বরং সহযোগিতার ভিত্তিতে একক সত্তা হিসেবে কাজ করা। আর বিবর্তিত জটিল সমাজে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বিবর্তনের এক পর্যায়ে সমাজ শিল্পসমাজে রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধভিত্তিক সমাজের বিলুপ্তি ঘটে। ব্যক্তি মানুষ মুক্তিলাভ করে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জন্ম নেয়। মানবসমাজের স্তরে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য নয় বরং রাষ্ট্রই হবে ব্যক্তির কল্যাণের জন্য। স্পেন্সার মনে করেন, বিবর্তনের এক পর্যায়ে মানবসমাজ শিল্পায়িত স্তর অতিক্রম করে নৈতিক সমাজে রূপান্তরিত হবে।

হার্বার্ট স্পেন্সার এর মতবাদ ও অবদান

জৈবিক সাদৃশ্যের তত্ত্ব | Theory of Organic Analogy

হার্বার্ট স্পেন্সার বিবর্তনবাদের আরেকটি ধারায় জীবসত্তার সাথে মানবসমাজের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ আলোচনার দ্বারা একটি সর্বজনীন বিবর্তনের সূত্র আবিষ্কার করেন। এটি জৈব সাদৃশ্যের তত্ত্ব নামে পরিচিত।

হার্বার্ট স্পেন্সার-এর জৈবিক সাদৃশ্যের তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজের বিবর্তন হয় জীবজগতের বিবর্তনের মতোই। স্পেন্সার জীবদেহের সাথে সমাজ সত্তার অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পান এবং তিনি মনে করেন, প্রত্যেকটি সমাজ হলো এক একটি জীবদেহের মতো। স্পেন্সার-এর মতে, এক কোষবিশিষ্ট অত্যন্ত সাধারণ এক রকম প্রাণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান জীবজগতের বিকাশ সাধিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মানবসমাজেও বিবর্তন ঘটছে। সমাজ আদিম অবস্থা থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান স্তরে এসে উপনীত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আদিম যুগে সমাজ ছিল সরল; কিন্তু সময়ের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমাজ হয়েছে বিস্তৃত, জটিল ও বহুমুখী। স্পেন্সার আরও উল্লেখ করেন যে, জীবদেহ এবং সমাজদেহের বিকাশ লাভের সাথে সাথে এদের কাঠামোগত জটিলতা বেড়ে যায়। ফলে জীবদেহ ও সমাজদেহের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

হার্বার্ট স্পেন্সার এর মতবাদ ও অবদান

জনসংখ্যা সম্পর্কিত মতবাদ | Theory of Population

হার্বার্ট স্পেন্সার জনসংখ্যা সম্পর্কে তত্ত্ব প্রদান করেন। তার মতে, পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের জনসংখ্যা বেশি এবং সভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে জাতিসমূহের জনসংখ্যা কমে যায়। সভ্য সমাজে মানসিক শ্রমের আধিক্যের ফলে ব্যক্তির প্রজনন ক্ষমতা অতিমাত্রায় কমে যায়। কাজেই সভ্য সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে যায়। স্পেন্সার আরও উল্লেখ করেন, দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবিগণ অপেক্ষাকৃত কম সন্তানের জন্ম দেন। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানবসমাজের জন্য কখনো অকল্যাণকর ছিল না। সমাজের নতুন নতুন আবিষ্কার, শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সবকিছুই অনুপ্রাণিত হয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে।

হার্বার্ট স্পেন্সার

হার্বার্ট স্পেন্সার এর মতবাদ ও অবদান

সমাজ গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহার:

হার্বাট স্পেন্সার পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন। গবেষণা পদ্ধতিগুলো হলো-

আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method);

অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method);

ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method);

তুলনামূলক পদ্ধতি (Somparative Method);

যুগপৎ পরিবর্তন (Simultareous Chang).

হার্বার্ট স্পেন্সার কীভাবে উৎপাদনের সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক পরিবর্তন সম্ভব তা আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

হার্বার্ট স্পেন্সার

হার্বার্ট স্পেন্সার এর মতবাদ ও অবদান

সামগ্রিক পরিবর্তন কীভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশর পরিবর্তন ঘটায় তা অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে দেখিয়েছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার, ঐতিহাসিক পদ্ধতির সাহায্যে সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা উপস্থাপন করেছেন। তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

সমাজের পরিবর্তন ও বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হার্বার্ট স্পেন্সার যুগপৎ পরিবর্তনের ভূমিকার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন সমাজের সকল ক্ষেত্রের পরিবর্তনই একই সাথে ঘটেছে এবং এ পরিবর্তনগুলো একটির সাথে অপরটি নির্ভরশীল।

হার্বার্ট স্পেন্সার এর মতবাদ ও অবদান

আদর্শ সমাজ

হার্বার্ট স্পেন্সার ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান দার্শনিক। তিনি তার 'Social Statics' গ্রন্থে একটি আদর্শ সমাজের প্রতিচ্ছবি আঁকেন। যা সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের দর্শন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেন, রাষ্ট্রের কার্যাবলি, কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। যাতে করে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষিত থাকে।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা উচিত।

যেমন- ধর্ম, ব্যবসায়, শিক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতি। তাহলেই সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বত্র অবাধ প্রতিযোগিতা বিরাজ থাকবে।

হার্বার্ট স্পেন্সার এর মতবাদ ও অবদান

স্পেন্সার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। স্বাভাবিক অধিকারের প্রতি আসক্তি, স্বাভাবিক নিয়ম, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, যোগ্যদের উর্ধ্বতনের নীতি সবকিছুই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। স্পেন্সার যে আদর্শ সমাজের কথা বলেছেন তা হলো বর্তমানের শিল্পসমাজ। মানুষ স্বাধীনতা, সুখশান্তি ও জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এ সমাজেই।

অনেকেই হার্বার্ট স্পেন্সারের চিন্তাধারা বা তত্ত্বসমূহের মধ্যে, অসামঞ্জস্যতা ও স্ববিরোধিতা লক্ষ করেছেন। বিশেষ করে তার সামাজিক বিবর্তনসংক্রান্ত তত্ত্বটি সবচেয়ে কমসংখ্যক সমাজবিজ্ঞানীর সমর্থন পেয়েছে। সমালোচনা সত্ত্বেও স্পেন্সারের সমাজতাত্ত্বিক অবদানের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়। স্পেন্সার আধুনিক যুগের এক প্রতিভাবান চিন্তাবিদ বলে খ্যাত। অগাস্ট কোঁৎ সমাজবিজ্ঞান নামে মানব জ্ঞানের যে শাখার নামকরণ করেছিলেন তা স্পেন্সারের হাতে সুস্পষ্ট রূপলাভ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

টপিক – ০৪ এমিল ডুর্খেইম

টপিক ০৪ : এমিল ডুর্খেইম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

এমিল ডুর্খেইম

সতেরো শতকের দুটি ধারা- যুক্তিবাদ ও প্রত্যক্ষবাদকে চিন্তাবিদগণ একটি মাত্র দার্শনিক কাঠামোয় দাঁড় করান। এ চিন্তাবিদগণ 'দার্শনিক' নামে খ্যাত। এসব দার্শনিকের ধারণা পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাদের মতে, যদি সমাজ ও রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতার পর্যালোচনার ফলশ্রুতিস্বরূপ কিছু নিয়ম তৈরি করা যায়, তবে মানুষ ও তার সমাজকে বসবাসের উপযোগী করে তোলা সম্ভব। 'এমিল ডুর্খেইম এসব বিষয় নিয়েই তার 'সামাজিক তত্ত্ব' উপস্থাপন করেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ছিল এমিল ডুর্খেইমের গভীর অনুরাগ। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় অধ্যয়নের প্রয়াস চালান। একজন প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে এমিল ডুর্খেইমের অবদান উল্লেখযোগ্য।

এমিল ডুর্খেইম (১৮৫৮-১৯১৭ খ্রি.)

এমিল ডুর্খেইম

এমিল ডুর্খেইম এর জন্ম ও পরিচিতি

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল ফ্রান্সের লরিন প্রদেশের ইপিনালে এমিল ডুর্খেইমের জন্ম। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে প্রাইমারি শিক্ষা সমাপ্ত করে ডুর্খেইম ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রভূমি 'Normal Superieure'-এ ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফরাসি থিসিস 'The Division of Labour'-এর ওপর ডক্টরেট লাভ করেন। এরপর তিনি আত্মনিয়োগ করেন সামাজিক বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণায়। এ বিষয়ে তার বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ডুর্খেইম ১৯১৭ সালের ১৫ নভেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন।

এমিল ডুর্খেইম

এমিল ডুর্খেইম এর রচনাবলি

এমিল ডুর্খেইমের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হলো-

The Division of Labour in Society (1893);
The Rules of Sociologcal Method (1899);
The Suicide (1897);
Primitive Classification (1903);
The Elementary Forms of Religious Life (1912).

এমিল ডুর্খেইম এর মতবাদ ও অবদান

সামাজিক ঘটনা ও সামাজিক পদ্ধতির নীতি | Social Fact & Rule of Sociological Method

'The Rule of Sociological Method' গ্রন্থে এমিল ডুর্খেইম সামাজিক ঘটনা কী এবং একে কীভাবে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব সে সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সামাজিক ঘটনাকে তিনি প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। ডুর্খেইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলি ব্যক্তির শারীরবৃত্তিক বা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার ভেতর নিহিত নয়, কাজেই একে সেখানে খোঁজা অবান্তর। এর দ্বারা ডুর্খেইম বুঝিয়েছেন যে, সামাজিক ঘটনা ব্যক্তি নিরপেক্ষ। ব্যক্তির সমন্বয়ে দল বা গোষ্ঠী গঠিত হলেও পরবর্তীতে দল বা গোষ্ঠীই ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের প্রতিটি কাজ এবং চিন্তার পিছনে কোনো না কোনো সামাজিক কারণ নিহিত রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, সমাজে যা ঘটে তা মানুষের চেষ্টার ফলে ঘটে না; বরং ঘটনাকে স্বীকার করে নিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানুষ সংগতি বিধান করে থাকে। সামাজিক মিথস্ক্রিয়া হতে সামাজিক ঘটনার উৎপত্তি এবং এসব সামাজিক ঘটনা তার চিন্তাচেতনা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এমিল ডুর্খেইম

এমিল ডুর্খেইম এর জন্ম ও পরিচিতি

ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণ সামাজিক প্রয়োজনে এসেছে। তিনি সামাজিক ঘটনাকে সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। সামাজিক ঘটনা বলতে ডুর্খেইম সমাজস্থ কোনো জনগোষ্ঠীর সমষ্টিগত চিন্তাভাবনা, প্রবণতা, রীতিনীতি ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, একটি সামাজিক ঘটনাকে শুধু আর একটি সামাজিক ঘটনা দিয়েই ব্যাখ্যা করতে হবে। ডুর্খেইমের মতে, আত্মহত্যা সম্পর্কিত বিষয়টি সামাজিক ঘটনাবলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি সামাজিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর সমাজবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী ছিলেন।

এমিল ডুর্খেইম এর মতবাদ ও অবদান

সামাজিক ঘটনা ও সামাজিক পদ্ধতির নীতি | Social Fact & Rule of Sociological Method

ডুর্খেইমের মতে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেসব সামাজিক ঘটনা ঘটে তার কোনোটি ব্যক্তির শারীরবৃত্তিক বা মনস্তাত্ত্বিক দিকের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সমাজ ও সামাজিক ঘটনাবলি হচ্ছে ব্যক্তি নিরপেক্ষ সত্তা। ডুর্খেইম তার গ্রন্থে প্রথম সূত্র হিসেবে সামাজিক ঘটনাবলিকে বস্তু হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, সামাজিক ঘটনা উৎপত্তি লাভ করে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ যেসব ঘটনার সাথে পরিচিত হয় সেসব ঘটনা তাদের দৈনন্দিন চিন্তাচেতনা এবং আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে। একটি সামাজিক ঘটনা শুধু অন্য একটি সামাজিক ঘটনা দ্বারা ব্যাখ্যা করাই বাঞ্ছনীয়। সামাজিক ঘটনাগুলো মানুষের সৃষ্টি। তবু ডুর্খেইমের কাছে মানুষ সবসময়ই নিষ্ক্রিয় বস্তু, সক্রিয় বস্তু নয়। ডুর্খেইমের ধারণা, সমাজজীবনে যেসব ঘটনা ঘটে তার পিছনে কোনো না কোনো কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ডুর্খেইম সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণে ব্যক্তিগত চিন্তা বর্জন করে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

এমিল ডুর্খেইম

এমিল ডুর্খেইম এর মতবাদ ও অবদান

সমষ্টিগত চেতনা | Collective Conscience

এমিল ডুর্খেইম তার 'The Division of Labour in Society' গ্রন্থে সমষ্টিগত চেতনার ধারণা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সমষ্টিগত চেতনা বা যৌথ চেতনা হলো সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ ইত্যাদি যা দ্বারা ব্যক্তি সমাজের মানুষ হিসেবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যেমন- আইন। ডুর্খেইমের মতে, শ্রমবিভাজনের বৃদ্ধি সমষ্টিগত চেতনায় রূপান্তর ঘটাচ্ছে। তিনি বলেন, মানবিক আচরণের যৌথ প্রতিরূপ হলো ব্যক্তি নিরপেক্ষ। তিনি গোষ্ঠীর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে বলেন, শক্তিশালী সমষ্টিগত চেতনা গড়ে ওঠে সমাজে যান্ত্রিক সংহতি বিদ্যমান থাকলে।

এমিল ডুর্খেইম

এমিল ডুর্খেইম এর মতবাদ ও অবদান

ধর্ম সম্পর্কিত তত্ত্ব |
Theory of Religion
The Rules of Sociological Method (১৮৯৫) গ্রন্থে ডুর্খেইম ধর্মকে একটি সামাজিক বিষয় বলেছেন এবং ধর্মীয়
বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানকে সমাজ বা গোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি আদিম ও সহজ-সরল ধর্মীয় আচার-আচরণ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে ধর্ম সম্পর্কে একটি সাধারণ তত্ত্বে উপনীত হন। তিনি মনে করেন ধর্ম সামাজিক ঘটনা। ধর্মের ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক গোষ্ঠী যেভাবে গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সাথে টোটেমকে পূজা করে তাতে প্রত্যেক পূজারির নিকট ওই টোটেম একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে বিবেচিত। ডুর্খেইম তিন ধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলেন। প্রথমত, নেতিবাচক কৃত্যানুষ্ঠান। নেতিবাচক কৃত্যানুষ্ঠানের বেলায় যে নিষেধাজ্ঞা তা হতে পারে কোনো ধর্মীয় নাম উচ্চারণের ক্ষেত্রে বা নির্ধারিত কোনো সময়ে আহার, যৌনতা বা বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকা।

এমিল ডুর্খেইম

এমিল ডুর্খেইম এর মতবাদ ও অবদান

এগুলো কোনো ব্যক্তিকে ধর্মের প্রতি এমনভাবে অনুগত রাখে যে, সে তার গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য নিজের অস্তিত্বকে উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয়ত, পায়াকিউলার কৃত্যানুষ্ঠান। পায়াকিউলার কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে পাপকর্মের স্বীকার ও চরিত্র সংশোধক কৃত্যানুষ্ঠান আদর্শ ভঙ্গকারীদের চিহ্নিত করে এবং শাস্তি দেয়। এতে পার্থিব ও আদর্শিক শক্তি হয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। তৃতীয়ত, ইতিবাচক কৃত্যানুষ্ঠান। ইতিবাচক কৃত্যানুষ্ঠান মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সংযোগ সাধনের সুপ্ত শক্তি হিসেবে কাজ করে।

এমিল ডুর্খেইম এর মতবাদ ও অবদান

শ্রমবিভাজন | Division of Labour

শ্রমবিভাজন ডুর্খেইমের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। ডুর্খেইম বলেন, সমাজস্থ মানুষের পক্ষে জীবনধারণের কাজসমূহ একা করা সম্ভব নয়। তাই কাজের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি বা শ্রেণি ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকে এবং এভাবেই তৈরি হয় সমাজে শ্রমবিভাজন। তার মতে, শ্রমবিভাজন হলো এমন একটি পার্থিব ও সামাজিক বিষয় যা কর্তব্য বা দায়িত্বসমূহের মাত্রাকে বিশেষায়িত করে। মানব সমাজে শ্রমবিভক্তির দিক থেকে এমিল ডুর্খেইম দুই ধরনের সংহতির কথা বলেন-

১. যান্ত্রিক সংহতি (Mechanical Solidarity): এ ধরনের সংহতিতে সামাজিক সভ্যদের বা সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক মিল থাকে। তাদের মধ্যে অভিন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাচেতনা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ বিরাজ করে। যন্ত্রের যেমন বিভিন্ন অংশ পরস্পর যুক্ত থেকে সম্পূর্ণ যন্ত্রটিকে সচল রাখে এর কোনো একটি বিকল হলে যেমন পুরো যন্ত্রটিই কর্মক্ষমতা হারায় তেমনি আদিম সমাজে ব্যক্তিক বা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক যন্ত্রের মতো। সমাজের যেকোনো একটি অংশে বা নিয়মরীতিতে সমস্যা হলে পুরো সমাজই এর ফল ভোগ করে। এটি আদিম সমাজে দেখা যায় এবং এ সমাজে শ্রমবিভাজন দেখা যায় না।

এমিল ডুর্খেইম

এমিল ডুর্খেইম এর মতবাদ ও অবদান

২ . জৈবিক সংহতি (Organic Solidarity) : এ ধরনের সংহতি হচ্ছে বৈসাদৃশ্যের ঐকমত্য। অর্থাৎ এখানে সামাজিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চিন্তাচেতনা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধে খুব একটা সাদৃশ্য নেই, তারা একে অন্যের থেকে আলাদা। এক্ষেত্রে একজন মানুষ বা জীবের মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি অঙ্গের যেমন ভিন্ন কর্ম আছে এবং সবগুলো অঙ্গ মিলে যেমন পুরো শরীরটাকে পরিচালিত করে এবং কোনো একটি অঙ্গের অনুপস্থিতিতে যেমন পুরো শরীরটি অচল হয়ে পড়ে না, তেমনি আধুনিক সমাজের মানুষজন তাদের কর্মের ওপর তারা দক্ষ এবং এভাবেই বিকল্প দক্ষতা দ্বারা কোনো অনুপস্থিতিকে মোকাবিলা করা হয়। এটি আধুনিক ও শিল্প সমাজে দেখা যায় এবং এখানে ব্যাপক শ্রমবিভাজন বর্তমান।

এমিল ডুর্খেইম

এমিল ডুর্খেইম এর মতবাদ ও অবদান

আদর্শহীনতা |Anomie

এমিল ডুর্খেইম আদর্শহীনতা বলতে সমাজের অভ্যন্তরে সংহতির দুর্বলতাকে বুঝিয়েছেন। শিল্প বিপ্লবের পর যখন অপ্রত্যাশিত যান্ত্রিক পরিবর্তন হওয়ায় শ্রমবিভাজন পরিলক্ষিত হয়। সমাজে যে পরিমাণ সামাজিক সংহতির প্রয়োজন হয় তা তুলনামূলক কম হওয়ায় আর্থিক সংকট দেখা দেয়। যার ফলে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

এমিল ডুর্খেইম

এমিল ডুর্খেইম এর মতবাদ ও অবদান

আত্মহত্যা সম্পর্কিত তত্ত্ব | Theory of Suicide

ডুর্খেইম তার 'The Suicide' গ্রন্থে আত্মহত্যাকে একটি সামাজিক ঘটনা হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, "আত্মহত্যা কোনো ব্যক্তিগত, মানসিক, বংশগত, ভৌগোলিক ও দৈহিক কারণে ঘটে না, বরং এর কারণ সামাজিক সংহতির মধ্যে নিহিত।" অর্থাৎ আত্মহত্যা সামাজিক সংহতি কম বা বেশি হওয়ার কারণে ঘটে থাকে। তার মতে, আত্মহত্যা একটি নিত্য ঘটনা, যা সমাজে প্রায়শ ঘটে। এমন কোনো সমাজ নেই যেখানে আত্মহত্যা সংঘটিত হয় না। ডুর্খেইম তিন প্রকার আত্মহত্যার কথা বলেছেন। যেমন-

১ . আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা: ব্যক্তি যখন সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন ব্যক্তির ওপর সামাজিক বন্ধনের শিথিলতা, একাকীত্ববোধ, জীবনযাত্রার বিষণ্ণতা, সমাজের সীমাহীন প্রভাব, সামাজিক সাহায্য ও সহযোগিতার অভাব ইত্যাদি কারণে কেউ কেউ আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ডুর্খেইম এ ধরনের আত্মহত্যাকে আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা বলেছেন, যেখানে সংহতি কম হওয়া হচ্ছে একমাত্র কারণ। যেমন- প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, পরীক্ষায় ফেল করে বা ব্যবসায় লস করে আত্মহত্যা।

এমিল ডুর্খেইম এর মতবাদ ও অবদান

২. পরার্থমূলক আত্মহত্যা: দেশপ্রেমের স্বার্থে যুদ্ধে আত্মবিসর্জন, আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা, স্বেচ্ছায় সহমরণ ইত্যাদিকে ডুর্খেইম পরার্থপর আত্মহত্যা বলেছেন। সহজ কথায় বলা যায়, দেশ বা সমাজের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করাই হচ্ছে পরার্থপর আত্মহত্যা। যেসব সমাজে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সামাজিক স্বার্থ প্রবল আকার ধারণ করে সেসব সমাজে পরার্থপর আত্মহত্যা অধিক হারে সংঘটিত হয়। যেমন- যুদ্ধে মারা যাওয়া, কাউকে বিপজ্জনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে যেয়ে মারা যাওয়া ইত্যাদি বেশি সংহতি এর কারণ। সহজ কথায় বলা যায়, দেশ বা সমাজের কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করাই হচ্ছে পরার্থপর আত্মহত্যা।

৩. নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা: যখন সমাজে অর্থনৈতিক সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করে তখন যে আত্মহত্যার প্রবণতা লক্ষ করা যায় তাই নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা। সাধারণত আর্থিক সংকটের কারণে সমাজে যখন মানুষ খাপ খাইয়ে চলতে ব্যর্থ হয়, তখন অনেক সময় নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। যেমন: যুদ্ধের সময় আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হলে, অর্থনৈতিক মন্দার বাজার অস্থিতিশীল হলে, অধিক সুখ বা অধিক দুঃখের কারণ ইত্যাদি।

এমিল ডুর্খেইম

সমালোচনা

ডুর্খেইমের ধর্মের ধারণাকে সমালোচনা করে বটোমোর বলেছেন, আধুনিক সভ্যজগতে তার এ ধারণা বিশেষ কার্যকরী নয়, কারণ আধুনিক সভ্য সমাজের অধিবাসীরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে বিশ্বাসকেই বেশি মূল্য দিয়ে থাকে। এছাড়া সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তার পদ্ধতি ও ফলাফল সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়েছে কিন্তু তার গবেষণার কার্যকারিতা লক্ষ করা গেছে এবং পরবর্তী গবেষণার দ্বারা এর আংশিক সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তার আত্মহত্যা তত্ত্বের মতো আর অনেক সামাজিক প্রপঞ্চ রয়েছে যেগুলোর হার বের করে তার সাথে গোষ্ঠী সংহতির সম্পর্ক দেখানো যেতে পারে এবং এভাবেই সামাজিক সংহতি সম্পর্কে বিভিন্ন সাধারণ সূত্র গঠন করা সম্ভব। অতএব বলা যায়, ডুর্খেইমের সমাজতত্ত্ব অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ বিকাশের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে সমাজের শ্রেণিগত বিন্যাস, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সে সম্পর্কিত গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে বাদ দিয়ে তা কেবল অন্তঃসারশূন্য তত্ত্বে পরিণত হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

টপিক – ০৫ কার্ল মার্কস

টপিক ০৫ : কার্ল মার্কস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

কার্ল মার্কস

আধুনিককালের ইতিহাসে কার্ল মার্কস (Karl Marx) একটি অতি সুপরিচিত নাম। তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক হিসেবে সমধিক পরিচিত। মার্কসকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক বলে অভিহিত করার কারণ হলো, তিনি সমাজতন্ত্র বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। সেই সাথে তিনি ঐতিহাসিক কার্যকরণের সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন কল্পনাকে বিসর্জন দিয়ে। একই সাথে কীভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হবে তার দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব প্রদান, সমাজের নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত-অবহেলিত শ্রেণির আর্থিক ও রাজনৈতিক দাবির পক্ষে আপসহীন এবং তীব্র সংগ্রামের যে কর্মসূচি উপস্থাপন করেন, রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে সে আবেদন অসামান্য। মার্কস দেখিয়েছেন সমাজ রূপান্তরের নিয়ম, পত্তন করেছেন সমাজবিজ্ঞানের এক নবদিগন্ত।

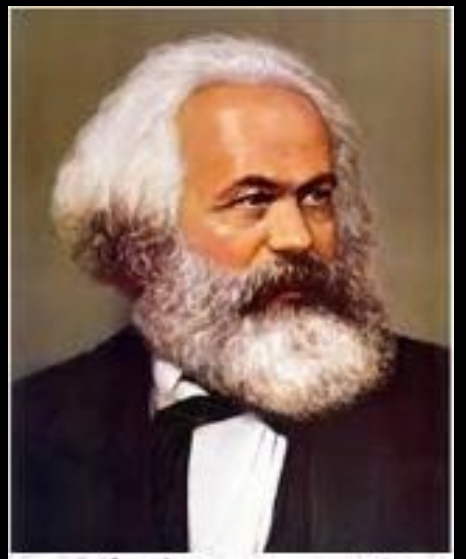

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) খ্রি.

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর জন্ম ও পরিচিতি

মার্কসবাদের প্রাণপুরুষ কার্ল হেনরিক মার্কস ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ মে প্রুশিয়ার (বর্তমান জার্মানি) রাইনল্যান্ড (Rhineland) প্রদেশের টিভস নামক স্থানে এক প্রাচীন শহর ট্রিয়েরে ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতিবাদী পরিবারের সন্তান। মা ছিলেন হল্যান্ডের অধিবাসী। তার পিতা হারসেল মার্কস (Herschel Marx) পরবর্তী নামে হেনরিক মার্কস ছিলেন একজন আইনজীবী। তার পিতা ইহুদি সমাজের নানা গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা লক্ষ করে বীতশ্রদ্ধ হন এবং ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে গ্রহণ করেন প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম। কার্ল মার্কস ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ মার্চ ইহলোক ত্যাগ করেন।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর জন্ম ও পরিচিতি

মার্কস তার চিন্তাভাবনা কয়েকটি গ্রন্থে উপস্থাপন করেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো- 'The Communist Manifesto', 'The Critique of Political Economy', 'Das Capital', 'The Holy Family' ও 'The Proverty of Philosophy' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থ সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার অন্যতম ভিত্তিস্বরূপ। কার্ল মার্কস তার দর্শনে একাধারে বিবর্তনমূলক পদ্ধতি (Evolutionary Methods) এবং বৈপ্লবিক পদ্ধতি (Revolutionary Methods) অনুসরণ করেছেন।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

কার্ল মার্কস হলেন আধুনিক বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও পরিচিত দার্শনিক চিন্তাবিদ। তাকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদানের সাথে সাথে তার বাস্তবায়নের পথও নির্দেশ করেছেন। সমাজতন্ত্রের বিশ্লেষণে মার্কস বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথ প্রসারিত করেছেন। তার চিন্তাভাবনা সমাজ সংস্কারকদের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সর্বহারাদের দাবি আদায়ে, শাসকদেরকে সে দাবি গ্রহণে বাধ্য করতে এবং শ্রমিকশ্রেণির ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তিতে মার্কসবাদ গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলে যে আর্থিক স্বার্থ সম্পর্কিত, আর্থিক দাবি অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যে অন্তঃসারশূন্য- এ সত্য মার্কসবাদে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তার মতবাদ বিশ্বব্যাপী সর্বহারাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছে এবং বঞ্চনা ও বৈষম্যপীড়িত সমাজে নতুন প্রত্যাশার সঞ্চার করেছে।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

মার্কসবাদ | Marxism

মার্কসবাদ শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন এঙ্গেলস। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা মার্কসবাদ নামে পরিচিত। অর্থাৎ মার্কসবাদ নামকরণ করা হয়েছে কার্ল মার্কসের নামানুসারে। মার্কসবাদ হলো একটি সামগ্রিক চিন্তাধারা- একটি সঠিক সমাজ দর্শন। মার্কসবাদ হলো দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এটি একটি সামগ্রিক তত্ত্বচিন্তা। যেকোনো জ্ঞান শৃঙ্খলাতেই এর প্রয়োগ সম্ভব। একে পৃথকভাবে কেবল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতি বা ইতিহাস কিংবা দর্শন তত্ত্ব বলা ঠিক নয়। লেনিনের মতে, মার্কসবাদ হলো মহাশক্তিমান। এটি একটি বিশ্বাসযোগ্য মতবাদ। মার্কসবাদী চিন্তার সারকথা হলো- জগৎকে ব্যাখ্যা করা নয়, বরং তাকে বদলে দেওয়া।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র | Scientific Socialism

কার্ল মার্কস মানবসমাজের উৎপত্তি, বিকাশ ও ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ। মার্কসের মতে, সামাজিক পরিবর্তন কোনো আকস্মিক বিষয় নয়। সামাজিক পরিবর্তন বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তনের ন্যায় কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে। মার্কস এ সত্যের ভিত্তিতে সমাজ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ গড়ে তুলেন। তার সমাজতন্ত্রকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলার কারণ হলো, নতুন শিল্পায়িত সমাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে এবং এর ভবিষ্যৎ পর্যালোচনায় মার্কস অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসে অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি কেবল বর্ণনামূলক পদ্ধতি বর্জন করে ঐতিহাসিক কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করেন এবং একে কেমন করে বাস্তব রূপ দেওয়া যায়-সেই কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেন। এজন্য মার্কস বৈজ্ঞানিক 'সমাজতন্ত্রের জনক ও পুরোহিত' হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছেন।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ | Dialectical Materialism

দ্বন্দ্ববাদের দ্বারা কার্ল মার্কস ইতিহাসের ধারাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে, জড়বস্তুই সমাজে নিরন্তর পরিবর্তন সংঘটিত করছে। একমাত্র বস্তুজগৎই বাস্তব। তার মতে, বস্তুবাদী বিশ্ব যেমন প্রধান, সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি তেমন মুখ্য। সমাজে অর্থনৈতিক উন্নতি একটি বৈষয়িক সত্য এবং তা মানুষের চিন্তাধারা হতে পৃথকভাবে অস্তিত্বশীল। মার্কস মানুষের চিন্তাচেতনাকে এ বৈষয়িক সত্যের প্রতিফলন বলেছেন।

মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলকথা হলো- বস্তুই একমাত্র সত্তা এবং গতি হলো তার স্বাভাবিক ধর্ম। বস্তুর অস্তিত্ব মনের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং মনের অস্তিত্বই বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, চিন্তা বা ভাব যে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন সেই বাস্তব অবস্থার দ্বারাই চিন্তা বা ভাবের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এ কারণেই মার্কসকে বস্তুবাদী বলে অভিহিত করা হয়। মার্কস তার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Thesis, Anti thesis এবং Synthesis এ তিনটি নতুন ধারণার অবতারণা করেন। তার মতে, Thesis এবং Anti thesis এ দুটি অবস্থার মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্বের ফলে নতুন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে Synthesis নামে মার্কস আখ্যায়িত করেন।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ | Materialistic Interpretation of History

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সামাজিক সংস্করণই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটি যখন সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন তা সমাজ বিকাশের একটি সূত্র বা ধারা উন্মোচন করে। মার্কসবাদীরা একেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে আখ্যায়িত করেন। বস্তুত সমাজ বিশ্লেষণের বস্তুবাদী পদ্ধতি ও ব্যাখ্যাই হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সামাজিক স্থিতি, পরিবর্তন, পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত কারণ, পরিবর্তনের প্রকৃতি ও মাত্রাগত পার্থক্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতিকে সম্ভব করে। উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক তৈরি করে উৎপাদন পদ্ধতি। উৎপাদন শক্তি পরিবর্তন সামাজিক বিপ্লব ঘটায়। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানবসমাজের প্রত্যেকটি কাঠামো এক একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

বিচ্ছিন্নতাবোধ | Alienation

কার্ল মার্কসের মতে, বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর ফলজাত একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যেখানে মানুষ বা সমাজ সমষ্টিগত সমাজ গড়ে তোলে এবং এর মধ্যেই তারা তাদের সত্তাকে হারিয়ে ফেলে। তার মতে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক যখন শ্রমের উপযুক্ত ফল লাভে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ শোষণ ও বঞ্চনার ফলে শ্রমিক যখন উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতে ব্যর্থ হয় তখনই বিচ্ছিন্নতাবোধ দেখা দেয়। তিনি আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজে শ্রমবিভক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা দেখতে পেয়েছেন। মার্কসের মতে, এ বিচ্ছিন্নতাবোধ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে।

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব | Theory of Surplus Value

কার্ল মার্কস মনে করেন, কোনো সামগ্রী উৎপাদন করতে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয় তার ওপর ওই সামগ্রীর মূল্য নির্ভরশীল। মার্কসের এ তত্ত্ব তার অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূলকথা। শ্রমিকরা কর্মদিবসের মধ্যকার এক অংশে শ্রমিক উৎপাদন করে তার শ্রমশক্তির সমমূল্যের মূল্য, এটি হলো প্রয়োজনীয় শ্রম। কর্মদিবসের অপর অংশে শ্রমিক উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত মূল্য, যা পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে বিনা পয়সায়। এটিই হলো উদ্বৃত্ত শ্রম। শ্রমিকগণ যে মজুরি লাভ করে তা তাদের ব্যয়িত সময়ের এক-চতুর্থাংশ বা তারও কম। শ্রমিকেরা পুঁজিপতিদের জন্য বাড়তি সময় শ্রম দেয়। এ বাড়তি মূল্য পুঁজিপতিরা মুনাফা, সুদ, খাজনা ইত্যাদি আকারে নিজেরা ভোগ করে। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে অন্যান্য পণ্যের মতো মানুষের শ্রমশক্তিও একটি পণ্য। এ পণ্যের দ্বিবিধ মূল্য বিদ্যমান। যেমন- বিনিময় মূল্য এবং ব্যবহারিক মূল্য। শ্রম সংগ্রহ করার জন্য শ্রমিককে যে মূল্য দেওয়া হয় সেটি হলো বিনিময় মূল্য। আর এ শ্রমের ফলে সৃষ্ট দ্রব্যাদি বাজারজাত করে পুঁজিপতিরা যে মূল্য অর্জন করে সেটি হলো এ শ্রমের ব্যবহারিক মূল্য। তিনি আরও বলেন, কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্য শ্রমিকদের যে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন শিল্প মালিক তাদেরকে তার বেশি পারিশ্রমিক কোনো সময় দেয় না।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

প্রদত্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিকদের যে শ্রম দেওয়া প্রয়োজন তা হয়তো তারা সারাদিনের আট ঘণ্টা কাজ করেই দিতে পারে। কিন্তু ভাসমান প্রতিযোগিতার কারণে শ্রমিকদেরকে শিল্প মালিকগণ আট ঘণ্টার চেয়ে অনেক বেশি সময় কাজ করিয়ে প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জন করেন। শ্রম বিক্রি না করলে যেহেতু শ্রমিকদের বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই। তাই তারা বাধ্য হয়ে এ অতিরিক্ত শ্রমদানে রাজি হয়। মার্কসের মতে, উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিকদের শ্রমের ফলেই সৃষ্ট অথচ এ মূল্যে শ্রমিকদের কোনো অংশ নেই। এ কারণে উদ্বৃত্ত মূল্যকে চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে অর্জিত মূল্য বলে গণ্য করেছেন। ফলে শ্রমিক শ্রেণি উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর পুঁজিবাদী সমাজে উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতি শ্রেণি আত্মসাৎ করে। অতএব পুঁজিপতিরা হয় আরও লাভবান আর শ্রমিকরা হয় আরও দুর্বল এবং দরিদ্র। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এ বাড়তি মূল্যের বিলুপ্তি ঘটাতে চায়।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

সাম্যবাদ | Communism

সাম্যবাদ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Communism' শব্দটির উদ্ভব ফরাসি শব্দ 'Commune' থেকে; যার অর্থ ক্ষুদ্র গ্রামীণ ব্লক। কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম সাম্যবাদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাদান করেন। ১৮৪৮ সালে মার্কস লিখিত 'The Communist Manifesto' গ্রন্থে সাম্যবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। মার্কস সাম্যবাদ ধারণাটিকে প্রথমত ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণির এক বাস্তবমুখী রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে দেখিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, সাম্যবাদ বলতে তিনি শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এক বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে বুঝিয়েছেন। যেমন- 'Economic and Philosophical Manuscript'-এ বস্তুত সাম্যবাদের মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর তিনটি প্রধান মতাদর্শের মূলধারার সমন্বয় এবং বিকাশ ঘটেছে। এ তিনটি মূলধারা হলো- ক. ধ্রুপদী জার্মান দর্শন, খ. ধ্রুপদী ব্রিটিশ আর্থ-রাজনীতি এবং গ. সাধারণভাবে ফরাসি বৈপ্লবিক ধ্যানধারণাপুষ্ট ফরাসি সমাজতন্ত্র। মার্কসের সাম্যবাদ একটি সংগ্রামী আদর্শ যার মূল স্লোগান হলো- প্রত্যেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে ও প্রয়োজন অনুসারে পাবে।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব | Theory of Class Struggle

কার্ল মার্কস সামাজিক ইতিহাসকে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস বলে মনে করেন। তার মতে, উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমাগত পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন শ্রেণির আবির্ভাব ঘটছে। উৎপাদনের পদ্ধতি পরিবর্তনের সাথে সাথে কর্তৃত্ব হস্তান্তরের প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। সর্বহারাগণ উৎপন্ন সম্পদের অংশ পেতে প্রয়াস চালায়। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সর্বহারাদের দমিয়ে রাখতে তৎপর থাকে। ফলে শ্রেণিসংগ্রাম অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মার্কসের মতে, শ্রেণিসংগ্রাম সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ। মার্কসের শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে তার বর্ণিত বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান শ্রেণিগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, সেগুলো হলো-

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

আদিম সাম্যবাদী সমাজ: মার্কসের মতে, প্রাচীন এ সমাজে মানুষ কম হওয়ায় এবং সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় সমাজে কোনো শ্রেণি দেখা যায় না। পরবর্তীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পত্তির উদ্ভব হওয়ায় শ্রেণির উৎপত্তি হয়। প্রথম শ্রেণিযুক্ত সমাজ হলো দাস সমাজ। দাসরা হলো যুদ্ধের ফলে পরাজিত জনগণ, যারা মালিকের উৎপাদনের জীবন্ত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

দাস সমাজ: মার্কসের মতে, দাস সমাজ হলো প্রথম শ্রেণিভিত্তিক সমাজ, এ সমাজে দুটি শ্রেণি বিদ্যমান দাস ও দাস মালিক শ্রেণি। দাস সমাজে দাস মালিকরা নিজেদের স্বার্থেই দাসদের ভরণ-পোষণ করত অর্থাৎ দাসদের ভরণ-পোষণের নিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু প্রযুক্তিগত কারণে আর উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই এ সমাজের সবকিছু দাস মালিকদের অনুকূল ছিল বিধায় অধিক সংখ্যক দাস বিদ্যমান ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজি হয়নি। তারা কয়েক'শ বছর ধরে সংগ্রাম করে শেষপর্যন্ত বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব | Theory of Class Struggle

সামন্ত সমাজ: দাস সমাজ থেকে সামন্ত সমাজ উন্নত। দাস সমাজে যারা দাস ছিল তারা সামন্ত সমাজে এসে ভূমিদাসে পরিণত হয়। এ সমাজে তারা ব্যক্তিস্বাধীনতা পায়। তবে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা নয়। দাসপ্রথা থেকে একটু স্বাধীন। এ সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নাম রাজতন্ত্র। এ সমাজব্যবস্থা রাজা বা অভিজাততন্ত্রের অনুকূলে ছিল যা ৮০০ বছর স্থায়ী হয়। এ ৮০০ বছরের প্রথম ৩০০ বছরের মধ্যেই ভূমিদাসেরা বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু এ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে ভূমিদাসদের আরও ৫০০ বছর সময় লেগে গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাস্তিল যুগের পতন ঘটে ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই।

পুঁজিবাদী সমাজ : মার্কসের মতে, সামন্ত সমাজের অবসানের ফলে পুঁজিবাদী সমাজের আবির্ভাব ঘটে। পুঁজিবাদ হলো মুনাফা অর্জনকারী একটি উদ্যোগ, যা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিকশিত হয়, মার্কস পুঁজিবাদী সমাজের দুটি উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। একটি পুঁজিবাদ অন্যটি মজুর শ্রেণি।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

সমাজতন্ত্রী সমাজ: কার্ল মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণিদ্বন্দ্বের ফলে সর্বহারা বা শোষিত শ্রেণি জয়লাভ করবে, নতুন সমাজব্যবস্থার জন্ম হবে যার নাম হবে সমাজতন্ত্রী সমাজ। তিনি বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্রমাগত শোষণ ও নিপীড়নের কারণে একসময় সমাজের শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণি শ্রেণিস্বার্থ ও শ্রেণিচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লব ঘটাবে। এ বিপ্লবে পুঁজিপতিরা পরাজিত হবে ও তাদের পতন ঘটবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র। যেখানে সম্পত্তির মালিকানা শুধু রাষ্ট্রের হাতে থাকবে।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব | Theory of Class Struggle

আধুনিক সাম্যবাদী সমাজ: সামাজিক বিপ্লবোত্তর সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমি ও পুঁজির মালিকানা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে, শ্রেণিব্যবস্থার তিরোধান ঘটবে এবং রাষ্ট্র হবে বিলুপ্ত। কারণ শ্রেণিসংগ্রামের অবসান হলে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সকলে সকলের জন্য অনুপ্রাণিত হবে, সকলে যথাসাধ্য শ্রম দেবে এবং প্রয়োজনমতো পারিশ্রমিক পাবে। এ অবস্থায় রাষ্ট্র হবে, নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয়। এ আধুনিক সাম্যবাদী সমাজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকবে না এবং সম্পদের অভাব থাকবে না।

কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

সামাজিক বিপ্লব ও সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র | Social Revolution and Dictatorship of Proletariat

কার্ল মার্কস বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্রমাগত শোষণ ও নিপীড়নের কারণে একসময় সমাজের শ্রমিক ও সর্বহারা শ্রেণি শ্রেণিস্বার্থ ও শ্রেণিচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লব ঘটাবে। এ বিপ্লবে পুঁজিপতিরা পরাজিত হবে এবং তাদের পতন ঘটবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র।

কার্ল মার্কস এর মতবাদ ও অবদান

শ্রেণিহীন সমাজ ও রাষ্ট্রের তিরোধান | Unrestricted Society and State's Corruption

সামাজিক বিপ্লবোত্তর সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমি ও পুঁজির মালিকানা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে, শ্রেণিব্যবস্থার তিরোধান ঘটবে এবং রাষ্ট্র হবে বিলুপ্ত। কারণ শ্রেণিসংগ্রামের অবসান হলে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে সকলে সকলের জন্য অনুপ্রাণিত হবে এবং সকলে যথাসাধ্য শ্রম দেবে এবং প্রয়োজনমতো পারিশ্রমিক পাবে। এ অবস্থায় রাষ্ট্র হবে নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয়।

কার্ল মার্কস

সমালোচনা

আলোচনার পাশাপাশি সমালোচনা থাকবেই। মার্কসের তত্ত্বগুলোর তেমনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। মার্কসের অন্যতম সমালোচক ম্যাক্স ওয়েবার বলেন, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সমাজের বা সংগঠনের পরিবর্তন হয় না, বরং ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে সমাজ পরিবর্তন হয়। সমাজবিজ্ঞানী সরোকিনের মতে, সমাজ পরিবর্তনের পিছনে নানা কারণ থাকে, শুধু উৎপাদনের কারণে সমাজ পরিবর্তন হয় না।

মার্কসের বিভিন্ন তত্ত্বের সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক চিন্তার জগতে সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় কার্ল মার্কসের তত্ত্ব বর্তমানে সমাজ বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

টপিক – ০৬ ম্যাক্স ওয়েবার

টপিক ০৬ : ম্যাক্রো ওয়েবার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ম্যাক্স ওয়েবার

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে যেসব মনীষী অনবদ্য ভূমিকা পালন করে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাদের মধ্যে ম্যাক্স ওয়েবার নিঃসন্দেহে অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ। তবে সমাজবিজ্ঞান বিকাশে তার অবদান অত্যন্ত মূল্যবান ও অবিস্মরণীয়। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারই হচ্ছেন আধুনিক আমলাতন্ত্রের প্রথম এবং সার্থক প্রবক্তা।

ম্যাক্স ওয়েবার

ম্যাক্স ওয়েবার এর জন্ম ও পরিচিতি

ম্যাক্স ওয়েবারের পূর্ণ নাম ম্যাক্সমিলান ওয়েবার (Maxmillan Weber)। তিনি ১৮৬৪ সালে পশ্চিম জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তা। ১৮৮২ সালে তিনি তার প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শেষ করেন এবং আইন বিষয়ে হেইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Heidelberg) অধ্যয়ন করেন। তিনি আদর্শ আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবক এবং একটি আইনগত ও যুক্তিসংগত মডেল হিসেবে আমলাতন্ত্রকে সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেন। ম্যাক্স ওয়েবার ১৯২০ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ম্যাক্স ওয়েবার

ম্যাক্স ওয়েবার এর রচনাবলি

ম্যাক্স ওয়েবার-এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো-
The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism;
Economy and Society;
General Economic History;
The Religion of India;
The city;
Ancient Judaism;
The Sociology of Religion প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ম্যাক্স ওয়েবার

ম্যাক্স ওয়েবার এর মতবাদ ও অবদান

১. সমাজবিজ্ঞান মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান : সমাজবিজ্ঞানকে একটি বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন ম্যাক্স ওয়েবার। তাঁর মতে, সমাজবিজ্ঞান হবে একটি মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান (Value free science), এটি হবে এমন একটি বিজ্ঞান যা কোনো ঐতিহাসিক সত্তার কিংবা সামাজিক প্রপঞ্চ বা কোনো সামাজিক সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রদান করবে। কিন্তু কোনোরূপ মূল্য আরোপ থেকে বিরত থাকবে। ওয়েবার মনে করেন, নীতিশাস্ত্র বা নীতিবিজ্ঞানের ন্যায় ভালোমন্দ বিচারের দায়িত্ব সমাজবিজ্ঞানের নয়।

২. আদর্শ নমুনা : ওয়েবারের সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি ছিল 'আইডিয়াল টাইপ' বা আদর্শ নমুনা তৈরি করা। অর্থাৎ কোনো ঐতিহাসিক সত্তাকে বা সামাজিক প্রপঞ্চকে জানতে হলে বা বিশ্লেষণ করতে হলে তার আদর্শ নমুনা (Ideal type) তৈরি করতে হবে এবং ওই প্রপঞ্চের আদর্শ নমুনা তৈরির মাধ্যমেই এর সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হবে। আদর্শ নমুনা প্রপঞ্চের বা সমস্যার একেবারেই বাস্তব অবস্থা না হলেও এটিকে বাস্তবতার কাছাকাছি হতে হবে। এতে করে আদর্শ নমুনা দ্বারা সামাজিক সমস্যা অতীব বোধগম্য হয়ে উঠবে।

ম্যাক্স ওয়েবার এর মতবাদ ও অবদান

৩. অন্তর্দৃষ্টি পদ্ধতি: কোনো প্রপঞ্চের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ও যৌক্তিকতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। এ অন্তর্দৃষ্টি (Verstehen) দ্বারা কোনো প্রপঞ্চের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ও যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক আদর্শ নমুনা তৈরির মাধ্যমে সেই প্রপঞ্চ অত্যন্ত বোধগম্য হয়ে উঠবে। কোনো ঐতিহাসিক সত্তা বা সামাজিক প্রপঞ্চের আদর্শ নমুনা তৈরি করতে হলে সেই সামাজিক প্রপঞ্চ বা সত্তার একটি সাধারণ মানসিক চিত্র তৈরি করতে হবে। এ মানসিক চিত্রের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে ওই সামাজিক প্রপঞ্চ বা সত্তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো।

৪. পুঁজিবাদ: আধুনিক পুঁজিবাদের (Capitalism) আদর্শ নমুনা তৈরি করেছিলেন ম্যাক্স ওয়েবার। ফলে এ প্রপঞ্চটি আমাদের কাছে এতটা সুস্পষ্ট এবং বোধগম্য হয়ে ওঠে যা ইতোপূর্বে কখনো এতটা সুস্পষ্টতা লাভ করেনি। ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পুঁজিবাদ সম্পর্কে ওয়েবার ছাড়া আরও অনেকেই গবেষণা করেন। কিন্তু তার সমসাময়িক কালের কোনো গবেষকের গবেষণায় পুঁজিবাদের ব্যাখ্যা এতটা স্পষ্ট বা বোধগম্য হয়ে ওঠেনি, যতটা ওয়েবারের গবেষণায় স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়ে উঠেছিল। কারণ ম্যাক্স ওয়েবারের উদ্ভাবিত সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তিনি আদর্শ নমুনার ব্যবহার করেছিলেন। অর্থাৎ ওয়েবার পুঁজিবাদ প্রপঞ্চের আদর্শ নমুনা তৈরি করেছিলেন। এ পুঁজিবাদের আদর্শ নমুনা তৈরি করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন ইউরোপীয় পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধরেছিলেন।

ম্যাক্স ওয়েবার

ম্যাক্স ওয়েবার এর মতবাদ ও অবদান

৫. পুঁজিবাদের উদ্ভবে ধর্মের ব্যাখ্যা: ওয়েবার 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism' (1920) গ্রন্থে প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় মূল্যবোধকে আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এর ওপর ভিত্তি করে ওয়েবার যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান তা হলো ধর্মীয় মূল্যবোধ তথা সংস্কৃতির কোনো কোনো উপাদানের পরিবর্তনের ফলে অর্থনীতিতে বা অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত হয়। ওয়েবারের এ তত্ত্ব ছিল এ বিষয়ে মার্কসীয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমলাতন্ত্রের আদর্শ নমুনা তৈরি করে তিনি বুঝতে পারেন যে, পাশ্চাত্যের আমলাতন্ত্র যৌক্তিক আমলাতন্ত্র।

ম্যাক্স ওয়েবার এর মতবাদ ও অবদান

৬. ধর্ম ও সমাজ: ম্যাক্স ওয়েবারের গবেষণার একটি বিশেষ দিক হলো ধর্ম ও সমাজ। ওয়েবার বিভিন্ন সমাজ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় ধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। বিশ্বের বৃহৎ ধর্মগুলো যা তিনি অধ্যয়ন করেন সেগুলো হলো কনফুসিয়াস ধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং জৈনধর্ম। তিনি প্রত্যেকটি ধর্ম গভীরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন এবং প্রতিটি ধর্মের প্রকৃতি, স্বরূপ এবং সারকথা উপস্থাপন করেন। বিশেষ করে ওয়েবার অর্থনীতির বা অর্থব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব বিশদভাবে আলোচনার প্রয়াস পান। তিনি ধর্মের প্রভাবের বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেয়েছেন কীভাবে ধর্ম অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অর্থনীতি কীভাবে ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। ওয়েবারের এ তত্ত্ব ছিল মার্কসের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের বিপরীত।

৭. সামাজিক স্তরবিন্যাস: সামাজিক স্তরবিন্যাসের তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করেন ম্যাক্স ওয়েবার। ওয়েবারের মতে, যে তিনটি দিক থেকে একটি সমাজকে স্তরায়িত করা যায় তা হলো- ১. শ্রেণি (Class), ২. মর্যাদা (Status) এবং ৩. ক্ষমতা (Power)। ওয়েবারের স্তরবিন্যাসের এ তত্ত্বকে বলা হয় Multi-dimensional বা বহুরৈখিক। ম্যাক্স ওয়েবারে সামাজিক স্তরবিন্যাসের দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

ম্যাক্স ওয়েবার

ম্যাক্স ওয়েবার এর মতবাদ ও অবদান

ক. শ্রেণি (Class): ম্যাক্স ওয়েবারের শ্রেণির ধারণা সম্পত্তির মালিকানা, অমালিকানা ও শ্রেণি অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সমাজে যারা সম্পত্তির মালিক তারা একটি শ্রেণি; যারা সম্পত্তির মালিকানা থেকে বঞ্চিত তারা আর একটি শ্রেণি। তবে এ মালিকানা এবং অমালিকানাই শ্রেণি গঠন করবে না; এর সাথে শ্রেণি গঠনের জন্য প্রয়োজন শ্রেণি অবস্থার উপস্থিতি। শ্রেণি অবস্থার উপস্থিতি নির্ভর করবে বাজার অবস্থার উপস্থিতির ওপর। আবার বাজার অবস্থার উপস্থিতির পূর্বশর্ত হলো সমাজের প্রধান সম্পদের ক্রয়-বিক্রয়জনিত পরিস্থিতির ওপর। অর্থাৎ কোনো সমাজে যদি প্রধান প্রধান সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয় তখন সেখানে বাজার অবস্থা বিদ্যমান থাকে। বাজার অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই শ্রেণি অবস্থার সৃষ্টি হয়। এভাবে শ্রেণি অবস্থার উপস্থিতিতে সম্পত্তির মালিকানা এবং অমালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে শ্রেণি (Class)।

ম্যাক্স ওয়েবার এর মতবাদ ও অবদান

খ. মর্যাদা (Status): সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে ওয়েবারের মর্যাদাগোষ্ঠী গঠিত। সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় জীবনধারণের পদ্ধতি (Life style) এবং জীবন সম্ভাবনা (Life chance) দ্বারা। সারকথা হলো একটি সমাজে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি হলো খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও সম্মান, যা তারা ওই সমাজে ভোগ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ সামাজিক সম্মান, প্রতিপত্তি তথা সামাজিক মর্যাদা লাভ করে জন্মসূত্রে। তবে কখনো কখনো সামাজিক মর্যাদা ব্যক্তি তার কর্মকাণ্ড দ্বারা অর্জনও করতে পারে।

গ. ক্ষমতা (Power): ওয়েবারের মতে, শ্রেণি ও মর্যাদা ছাড়াও শুধু ক্ষমতার ভিত্তিতেও কোনো সমাজ স্তরে বিভক্ত হতে পারে। অর্থাৎ প্রায় সকল সমাজেই কতিপয় ব্যক্তি ক্ষমতা আয়ত্ত করে ও এর ব্যবহার করে এবং অন্যরা ক্ষমতা বলয়ের বাইরে অবস্থান করে। ক্ষমতার উৎসের নিয়ন্ত্রণকারীরা সমাজে ক্ষমতাবান এবং অন্যরা ক্ষমতাহীন। ওয়েবার ওই ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান বলেছেন, যে অন্যের বাধা সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটাতে সক্ষম। অর্থাৎ ওই ব্যক্তি অন্যের বাধা সত্ত্বেও যা করতে চান তা করতে সক্ষম হন। তবে এ ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব গুণাবলি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও গুণাবলি তাকে সাহায্য করে থাকে।

ম্যাক্স ওয়েবার

ম্যাক্স ওয়েবার এর মতবাদ ও অবদান

অনেকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এক করে দেখেন। ওয়েবার ক্ষমতা (Power) এবং কর্তৃত্বের (Authority) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। তার মতে, ক্ষমতা যখন বৈধতা লাভ করে তখন তাকে কর্তৃত্ব বলা হয় বা ক্ষমতার ভিত্তি যদি আইন হয় তখন তাকে কর্তৃত্ব বলা হয়। ওয়েবার তিন ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলেন। যথা-

i. যৌক্তিক কর্তৃত্ব (Rational Authority) : যৌক্তিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্বের ভিত্তি হলো মানবিক বা প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান যা ন্যায়সংগত। যিনি বা যারা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন তিনি বা তারা আইন দ্বারা ক্ষমতা - ব্যবহারের অধিকার প্রাপ্ত। এরা প্রধানত নির্বাচন ও নিয়োগ দ্বারা আইনগত কর্তৃত্বে ক্ষমতাসীন হন এবং জনগণ এরূপ কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এ ধরনের কর্তৃত্ব আধুনিক ও শিল্পায়িত সমাজের বৈশিষ্ট্য।

ম্যাক্স ওয়েবার এর মতবাদ ও অবদান

ii. ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্ব (Charismatic Authority): ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্ব হলো সেই কর্তৃত্ব যা ব্যক্তির অসাধারণ গুণাবলি, আবেগ আপ্লুত মনোভঙ্গি, বীরত্ব ও স্মরণীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঐন্দ্রজালিক কর্তৃত্বের ধারক তার অনুসারীদের মনে এমন একটি প্রত্যয় সৃষ্টি করেন যে, তিনি কখনো ভুল করতে পারেন না। তিনি একটি চিহ্নিত সমাজ বা গোষ্ঠীর প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি পান। ইতিহাস এরূপ কর্তৃত্বের অনেক সাক্ষ্য দেয়। বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহাত্মা গান্ধী, শেরে বাংলা, একে ফজলুল হক, নেপোলিয়ন, মাও সে তুং, জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

iii.ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব (Traditional Authority): ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্বে উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করে। ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্বের ভিত্তি হলো বছরের পর বছর ধরে চলে আসা বিশ্বাস অর্থাৎ ঐতিহ্যগতভাবে বা চিরাচরিত নিয়মে সবকিছুই করা যুক্তিযুক্ত, জনগোষ্ঠীর এ বিশ্বাস। ঐতিহ্যগত কর্তৃত্বের ধারক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মর্যাদার দ্বারা ক্ষমতার প্রয়োগ করেন। এরূপ কর্তৃত্বের উৎস হলো সনাতন নিয়ম রীতিনীতি ও পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব। ওয়েবারের মতে, এটি আদিম বা এশীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য।

ম্যাক্স ওয়েবার

ম্যাক্স ওয়েবার এর মতবাদ ও অবদান

৮. সামাজিক ক্রিয়া সমাজবিজ্ঞানকে Science of Action বা ক্রিয়ার বিজ্ঞান বলেছেন ম্যাক্স ওয়েবার। তার মতে, সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের ক্রিয়া বা কর্মের বিজ্ঞানসম্মত পঠন-পাঠন। তিনি বিশেষ করে তিন ধরনের কর্মের উল্লেখ করেছেন। তাহলো-

১. Traditional Action বা ঐতিহ্যবাহী ক্রিয়া,

২. Rational Action বা যৌক্তিক ক্রিয়া এবং যে

৩.Emotional Action বা আবেগজাতীয় বা ভাবগত ক্রিয়া।

ম্যাক্স ওয়েবার এর মতবাদ ও অবদান

৯. আমলাতন্ত্র (Bureaucracy): ম্যাক্স ওয়েবার আরও একটি ঐতিহাসিক প্রপঞ্চের আদর্শ নমুনা তৈরি করেছিলেন, যার নাম আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)। আমলাতন্ত্রের আদর্শ নমুনা তৈরির মাধ্যমে তিনি এর বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধরতে সক্ষম হন। ওয়েবারের পূর্বে বা সমসাময়িককালে আমলাতন্ত্র সম্পর্কে এত স্পষ্ট ধারণা কোনো গবেষক দিতে পারেননি। তিনি এ প্রপঞ্চকে সকলের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য করে তোলেন। পশ্চিমা আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের আমলাতন্ত্র ছিল যৌক্তিক (Rational) এবং এটি ছিল ন্যায়সংগত আধিপত্য। আধুনিক আমলাতন্ত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে-

১. লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা অনুসারে নিরপেক্ষভাবে কর্মচারী নিয়োগ।

২. তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

৩.লিখিতভাবে সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন।

৪. কর্মের যৌক্তিক সংগঠন।

৫. আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের কার্যক্রম সম্পাদনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি।

৬. ক্ষমতা ব্যবহারের নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রম।

ম্যাক্স ওয়েবার

সমালোচনা

ওয়েবারের ওপর জ্ঞান তাত্ত্বিক এবং পদ্ধতি সমালোচনার মাত্রা ব্যাপক। এর মধ্যে প্রধান হলো ওয়েবারের তত্ত্বের মধ্যে একটি বিরাট প্রচারের ভিত্তিতে ধর্মানুসারীদের সামাজিক আচরণ নির্ণয় করেছেন। ধর্মানুসারীদের জীবনে সত্যিকার অর্থে ধর্মের প্রভাব কতটুকু ছিল তার কোনো বাস্তব সমীক্ষার অভাবে তত্ত্বটি কারণ এবং ফলাফল সম্পর্কের নিশ্চিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। ওয়েবার ক্যাথলিক মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। এদের মতে, ওয়েবার মূলত ক্যাথলিক ধর্ম গভীরভাবে পড়েননি। ওয়েবার ক্যাথলিকবাদ এবং প্রটেস্ট্যান্টবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যা কঠোরভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। অনেক আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক ক্রিয়া প্রত্যয়টিকে সমাজবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয় হিসেবে দাবি করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও ম্যাক্স ওয়েবারের তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাক্স ওয়েবার ছিলেন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের একজন অন্যতম দিকপাল। সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তার অবদান সমাজবিজ্ঞানকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

টপিক – ০৭ অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

আল-মুকাদ্দিমা

ইবনে খালদুন রচিত আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থটি দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান হিসেবে সবর্জন স্বীকৃত। মুকাদ্দিমা শব্দের অর্থ হলো পূর্বকথন বা ভূমিকা। আল-মুকাদ্দিমাকে ইতিহাসের ভূমিকা বলা হয়। ইবনে খালদুন রাজবংশগুলোর উত্থান ও পতনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এ যেন এক পরশ পাথর। যার সাহায্যে ইতিহাসের বয়ানগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই ও বিচার করা সম্ভব। মুকাদ্দিমাকে সামাজিক বিজ্ঞানের তিনটি প্রধান শাখার আকরগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা যায়। সেগুলো হলো- সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি। আল-মুকাদ্দিমা নবদিগন্তে সূর্যের আলোকরশ্মির মতো অক্ষয় হয়ে আছে।

আল-উমরান

ইবনে খালদুন রচিত গ্রন্থ আল মুকাদ্দিমা অংশে আল উমরান নামে যে প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে অনেকে সমাজবিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেন। আল-উমরান অর্থ সংস্কৃতি বিজ্ঞান। আল-উমরান ছয় খণ্ডে বিভক্ত। ইবনে খালদুন আল-উমরান বা সংস্কৃতি বিজ্ঞানকে মানুষ, মানুষের প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের সমাজের বিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেন। মানব সমাজই এ বিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

আল আসাবিয়া

আল-আসাবিয়া হলো ইবনে খালদুনের বিখ্যাত গ্রন্থ। আসাবিয়া একটি আরবি শব্দ যার অর্থ সামাজিক সংহতি। এ সংহতির ওপর ভিত্তি করে যেকোনো গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নিজেদের গোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য অন্য গোষ্ঠীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণত এ ধরনের সংহতির মাধ্যমে প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চরম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে। বিভিন্ন উপায়ে সামাজিক সংহতি তথা আসাবিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। যেমন- রক্ত সম্পর্ক, ধর্ম, ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতি, জ্ঞাতিসম্পর্ক, ভাষা, জাতীয়তা, শ্রমবিভাজন ইত্যাদি। ইবনে খালদুন তার আসাবিয়ায় উল্লেখ করেন রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, পতন এবং সার্বভৌমত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

দৃষ্টবাদ

সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ তার Course the Positive Philosophy গ্রন্থে মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারাকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এগুলোর মধ্যে দৃষ্টবাদ অন্যতম। অগাস্ট কোঁৎ জ্ঞানের সমগ্র বিকাশের ধারাকেও তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। তার মতে, জ্ঞানের বিকাশের তৃতীয় বা শেষ যুগ হচ্ছে দৃষ্টবাদ। দৃষ্টবাদের মূলকথা হলো বিজ্ঞান শুধু বাস্তব জগতের দৃষ্ট বিষয়ের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করবে এর বাইরে কোনো কিছু অনুসন্ধান করবে না। কোঁতের মতে, এ স্তরে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটবে এবং সমাজ পরিচালিত হবে যুক্তি ও বাস্তবতার নিরিখে। দৃশ্যমান বস্তুকে একটা বৈজ্ঞানিক মাত্রায় বিচার-বিশ্লেষণ করাকে দৃষ্টবাদ বলে। দৃষ্টবাদের বক্তব্য হলো, ভালোবাসাই নীতি, শৃঙ্খলাই ভিত্তি এবং প্রগতিই উদ্দেশ্য। দৃষ্টবাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে অন্যের জন্য বাঁচ (Live for others) ।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

ক্রয়স্তরের সূত্র

মানব জ্ঞানের ক্রমোন্নতি এবং সমাজের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফরাসি দার্শনিক অগাস্ট কোঁৎ যে তত্ত্ব প্রদান করেন তা ত্রয় স্তর সূত্র নামে পরিচিত। অগাস্ট কোঁৎ-এর মতে, মানুষের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণাসমূহ, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পৃথিবীর সব সমাজ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে তিনটি স্তর অতিক্রম করে এসেছে। অগাস্ট কোঁৎ তার প্রধান গ্রন্থ Positive Philosophy-তে সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় মানবসমাজকে জ্ঞানের বিকাশের ধারাবাহিকতায় প্রধান তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- ধর্মতত্ত্বগত স্তর, অধিবিদ্যাগত স্তর এবং দৃষ্টবাদী স্তর।

সামাজিক বিবর্তন

The Social Organigm (১৮৬০) গ্রন্থটিতে স্পেন্সার সমাজকে একটি জীবিত জীবের সাথে তুলনা করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন। যেভাবে জীববিজ্ঞানগত জীবসমূহ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়, সমাজও একইভাবে বিবর্তিত হয় এবং তার জটিলতা বৃদ্ধি করে।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

প্যারাডাইম

জন্মলগ্ন থেকেই সমাজবিজ্ঞানে ছিল বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি। এগুলো আরও স্পষ্ট হয় বিভিন্ন দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা থেকে। সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক মতবাদগুলোকে বলা হয় (Paradigm) প্যারাডাইম। মানবসমাজে বেশ কয়েকটি প্যারাডাইম রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান তিনটি প্যারাডাইম হলো- ক্রিয়াবাদ তত্ত্ব- দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ

আদর্শ সমাজ

হার্বার্ট স্পেন্সার ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান দার্শনিক। তিনি তার 'Social Statics' গ্রন্থে একটি আদর্শ সমাজের প্রতিচ্ছবি আঁকেন। তার মতে, রাষ্ট্রের কার্যাবলি শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। যাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং অধিকারগুলো এতে সংরক্ষিত হয়। তিনি আরও বলেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা উচিত। যেমন- ধর্ম, ব্যবসায়, শিক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা ইত্যাদি।

অধ্যায়ের প্রধান শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

সমষ্টিগত চেতনা

এমিল ডুর্খেইম তার 'The Division of Labour in Society' গ্রন্থে সমষ্টিগত চেতনার ধারণা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সমষ্টিগত চেতনা হলো সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ ইত্যাদি যা দ্বারা ব্যক্তি সমাজের মানুষ হিসেবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। ডুর্খেইম মনে করেন, শক্তিশালী সমষ্টিগত চেতনা গড়ে ওঠে সমাজে যান্ত্রিক সংহতি বিদ্যমান থাকলে।

সামাজিক সংহতি

শ্রমবিভাজন ডুর্খেইমের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। সমাজে শ্রমবিভক্তির দিক থেকে তিনি সামাজিক সংহতিতেক দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যান্ত্রিক সংহতি এবং জৈবিক সংহতি। যান্ত্রিক সংহতি হলো সাদৃশ্যের সংহতি আর জৈবিক সংহতি হলো বৈসাদৃশ্যের সংহতি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ১ দৃশ্যকল্প-১: শহিদের গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ এখনও কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। জিন-ভূত ও আত্মা-প্রেতাত্মার ধারণা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অসুখ-বিসুখে ঝাড়-ফুঁক, পানিপড়া, তাবিজ-কবিরাজই তাদের ভরসা। যা কিছু ঘটে তা অদৃশ্যের লিখন বলে তারা মনে করে।

দৃশ্যকল্প-২ : ঢাকায় বসবাসরত আসিফ অফিসে যাওয়ার পথে সবসময় শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদেরকে বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের দলবেঁধে হেঁটে অফিসে যেতে দেখে। এত পরিশ্রম করেও তারা ন্যায্য প্রাপ্যটুকু থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে, মালিকরা আরও বেশি সম্পদের মালিক হচ্ছে। মাঝে মাঝে শ্রমিক আন্দোলন দেখে সে আলোড়িত হয়।

ক. সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন কোন সমাজবিজ্ঞানী?

খ. আদর্শ নমুনা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর।

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত সমাজের সাথে অগাস্ট কোঁতের বর্ণিত কোন সমাজের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনই পারে দৃশ্যকল্প-২ বর্ণিত অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে"- বিশ্লেষণ কর। [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ২- রাকিব রতনপুর গ্রামের লোকদের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে যে অতীতে তাদের সমাজ ধর্মগুরুদের দ্বারা পরিচালিত হতো। ধর্মীয় নেতা যেভাবে তাদের জীবনযাপন করতে বলত তেমনি তারা চলত। কিন্তু বর্তমানে তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত হয়েছে এবং আধুনিক জীবনযাপন করছে। তারা ধর্মীয় গোঁড়ামি ত্যাগ করে বিজ্ঞানমনস্ক হয়েছে।

ক. পরার্থপর আত্মহত্যা কী?

খ. আসাবিয়া বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকের রতনপুর গ্রামের অতীত জীবনের সমাজব্যবস্থার সাথে অগাস্ট কোঁৎ-এর ত্রয়স্তরের কোন স্তরের সাথে মিল্ রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত গ্রামের বর্তমান জীবনব্যবস্থার সাথে দৃষ্টবাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. '১৮; য. বো. '১৮; সি. বো. '১৮; দি. বো. '১৮]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ৩-জাকির সাহেব ব্যবসার প্রয়োজনে প্রায়শ ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তিনি লক্ষ করেন যে, ইউরোপের মানুষ অনেক বেশি যুক্তি ও চিন্তার মাধ্যমে বাস্তব অবস্থাকে গ্রহণ করে। অথচ তার অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ এখনও দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী।
নিজেদের ভালো-মন্দের জন্য ভাগ্যকেই দায়ী করে।
ক. নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা কী?
খ. 'আমলাতন্ত্র হচ্ছে আইনগত কর্তৃত্ব'- বুঝিয়ে লেখ।
গ. জাকির সাহেবের বর্ণিত ইউরোপের সমাজ অগাস্ট কোঁৎ-এর মানবসমাজ বিকাশের কোন পর্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জাকির সাহেবের নিজ অঞ্চলের অবস্থারও পরিবর্তন সম্ভব।- তুমি কি একমত? অগাস্ট কোঁৎ-এর আলোকে ব্যাখ্যা কর।[রা. বো. '১৮; কু. বো. '১৮; চ. বো. '১৮; ব. বো. '১৮]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান

টপিক – ০৯ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে কার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য?

ক. অগাস্ট কোঁৎ
খ. এমিল ডুর্খেইম
গ. ইবনে খালদুন
ঘ. কার্ল মার্কস

২ . পথিকৃৎ সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যিনি তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন তিনি সমাজবিজ্ঞানের এমন একটি প্রত্যয় উদ্ভাবন করেন যার অর্থ গোত্র সংহতি। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সমাজবিজ্ঞানীর উক্ত প্রত্যয় ছাড়াও উল্লেখযোগ্য অবদান হলো-

ক. বিবর্তনবাদের প্রবর্তন
খ. সমাজ গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ
গ. দৃষ্টবাদী রাজনীতির প্রবর্তন
ঘ. ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্বের উদ্ভাবন

৩. আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক. আবুল ফজল
খ. ইবনে খালদুন
গ. ইবনে রুশদ
ঘ. ইবনে সিনা

৪. আসাবিয়া হচ্ছে- [সকল বোর্ড '১৬]

ক. সামাজিক সংহতি
খ. সামাজিক চেতনা
গ. সামাজিক ক্ষমতা
ঘ. সামাজিক নির্ভরশীলতা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৫. ইবনে খালদুনের মতে সমাজের ভিত্তি কী?
ক. ধর্মীয় ঐক্য খ. সামাজিক ঐক্য
গ. রাজনৈতিক ঐক্য ঘ. গোষ্ঠী সংহতি
৬. ইবনে খালদুনের মতে রাষ্ট্রের বয়সের স্তর সাধারণত কয়টি?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি
৭. ইবনে খালদুনের মতে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরের বয়স কত?
ক. ৪০ বছর খ. ৬০ বছর
গ. ৮০ বছর ঘ. ১২০ বছর
৮. ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞানে কোন নতুন ধারণা প্রদান করেন?
ক. সমাজ পরিবর্তনশীল খ. সমাজ সংঘর্ষময়
গ. সমাজে বৈচিত্র্য বিরাজমান ঘ. বাদওয়া ও হারদা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৯. কে প্রথম 'Sociology' শব্দ ব্যবহার করেন?

ক. অগাস্ট কোঁৎ
খ. ইবনে খালদুন
গ. ম্যাক্স ওয়েবার
ঘ. আর্নল্ড টয়েনবি

১০. কোনটি অগাস্ট কোঁৎ-এর রচনা?

ক. Course de Philosophic Positive
খ. A System de Politique Positive
গ. Opuscules de Philosophic Social
ঘ. উপরের সবগুলো

১১. 'সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতা' ধারণাটি কোন সমাজবিজ্ঞানীর? [সকল বোর্ড '১৫]

ক. এমিল ডুর্খেইম
খ. উইলিয়াম পি. স্কট
গ. অগাস্ট কোঁৎ
ঘ. রিচার্ড টি শেফার

THANK YOU